গবেষণা সিরিজ-২৯

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

ইসলামী বক্তব্য, লেকচার বা ওয়াজ উপস্থাপনের ফর্মূলা

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান
F.R.C.S (Glasgow)

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

ইসলামী বক্তব্য, লেকচার বা ওয়াজ উপস্থাপনের ফর্মূলা

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান

F.R.C.S (Glasgow)

চেয়ারম্যান

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন (QRF)

জেনারেল ও ল্যাপারোসকপিক সার্জন

প্রফেসর অব সার্জারী

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ

www.pathagar.com

প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
৩৬৫ নিউ ডিওএইচএস
রোড নং ২৮, মহাখালী
ঢাকা, বাংলাদেশ
Website: revivedislam.com
E-mail- qrf.1001@gmail.com

প্রকাশকাল

১ম প্রকাশ : মে ২০০৯

কম্পিউটার কম্পোজ
কিউ আর এফ

মুদ্রণ ও বাঁধাই

আল মাদানী প্রিন্টার্স এন্ড কার্টুন
চ-৫৬/১, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা-১২১২
মোবাইল ঃ ০১৯১১৩৪৪২৬৫

মূল্য ৩০.০০ টাকা

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১.	ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম	৩
২.	মূল বিষয়	৭
৩.	ইসলামী বক্তব্য, লেকচার বা ওয়াজ উপস্থাপনের ফর্মূলার বর্ণনাগত বিবরণ	৮
৪.	উপস্থাপকের ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ফর্মূলা অনুযায়ী উপস্থাপন করতে যাওয়া প্রতিটি বিষয়ের নির্ভুলতার ব্যাপারে একশত ভাগ নিশ্চিত হওয়া	১০
৫.	আল কুরআন সম্বন্ধে যে তথ্য সমূহ বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে	১১
৬.	আল-হাদীস সম্বন্ধে যে তথ্যসমূহ বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে	১৩
৭.	বিবেক-বুদ্ধি সম্বন্ধে যে তথ্যসমূহ বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে	১৭
৮.	উপস্থাকের শ্রোতা বা পাঠকদের জ্ঞান ও আমলের বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উপস্থাপনের বিষয় নির্ধারণ করা	২২
৯.	সঠিক বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছা এবং উপস্থাপন করতে চাওয়া বিষয়ের উপর উপস্থাপকের নিজে আমল করা	২৩
১০.	আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎসের আলোকে উপস্থাপকের প্রকৃত উপস্থাপন শুরু করা	২৪
১১.	প্রথমে বিবেক-বুদ্ধির তথ্যের মাধ্যমে, যে বক্তব্যটি প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া হচ্ছে তার পক্ষে, সকলকে নিয়ে আসা	২৪
১২.	এরপর বিষয়টির সমর্থনে কুরআনের তথ্য উপস্থাপন করা	২৫
১৩.	তারপর বিষয়টি সমর্থনে হাদীসের তথ্য উপস্থাপন করা	২৫
১৪.	তথ্যটির ব্যাপারে বুঝ পরিষ্কার করার জন্যে উপস্থাপকের বিভিন্ন উদাহরণ, ঘটনা বা কাহিনী উপস্থাপন করা	২৬
১৫.	সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন বা মনীষীদের তথ্যটির সমর্থনকারী বক্তব্য (যদি পাওয়া যায়) উপস্থাপন করা	২৬
১৬.	উপস্থাপিত তথ্যটি অনুসরণ করলে বা না করলে দুনিয়ায় যে লাভ বা ক্ষতি হবে তা উপস্থাপন করা	২৬
১৭.	উপস্থাপিত তথ্যটি অনুসরণ করলে বা না করলে পরকালে কি অবস্থা হবে তা উপস্থাপন করা	২৭
১৮.	ইসলামী বক্তব্য, লেকচার বা ওয়াজ উপস্থানের ফর্মূলার চিত্রগত রূপ	২৮
১৯.	সকল উপস্থাপকের অন্য যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে	২৯
২০.	ইসলামের কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে বক্তব্য রাখা বা ওয়াজ করার সময় বিবেক-বুদ্ধির তথ্য যেভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে	২৯
২১.	শেষ কথা	৫৮

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন ডাক্তার (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, ডাক্তারি বিষয় বাদ দিয়ে একজন ডাক্তার কেন এ বিষয়ে কলম ধরল? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশে-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি, ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হল, জীবিকা অর্জনের জন্যে বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী করেছি, এখন যদি পবিত্র কুরআন তাফসীরসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'ইংরেজি ভাষায় বড় বড় বই পড়ে বড় ডাক্তার হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মজীদ) পাঠিয়েছিলাম, সেটি কি তরজমাসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেব?'

এ উপলব্ধিটি আসার পর আমি কুরআন মজীদ তাফসীরসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার অভাবটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মজীদ পড়তে যেয়ে দেখি, ইরাকে যে সব সাধারণ আরবী বলতাম, তার অনেক শব্দই ওখানে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মজীদ পড়তে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে ১, ২, ৫, ১০ আয়াত বা যতটুকু পারা যায়, বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি লাইনও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্যে কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মজীদ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

www.pathagar.com

পুরো কুরআন মজীদ তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর সাধারণ মানুষের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখে।

এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দিচ্ছিল। সর্বোপরি, কুরআনের এই আয়াত আমাকে লিখতে বাধ্য করল—

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَـٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

অর্থ: 'নিশ্চয়ই যারা, আল্লাহ (তাঁর) কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু পায়, তারা যেন পেট আগুন দিয়ে ভরে। আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।'

(২,বাকারা : ১৭৪)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ্ বলছেন, তিনি কুরআনে যে সব বিধান নাযিল করেছেন, জানা সত্ত্বেও যারা সেগুলো বলে না বা মানুষকে জানায় না এবং এর বিনিময়ে সামান্য কিছু পায় অর্থাৎ সামান্য ক্ষতি এড়াতে তথা ছোট ওজরের কারণে এমনটি করে, তারা যেন তাদের পেট আগুনে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না (ঐ দিন এটি একটি সাংঘাতিক দুর্ভাগ্য হবে) এবং তাদের পবিত্র করা হবে না (অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআন জেনে তা গোপন করবে, তাদের তা করা হবে না)। তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআন জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্যে কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে, তা থেকে বাঁচার জন্যে আমি ডাক্তার হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

www.pathagar.com

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় সূরা আরাফের ২নং আয়াতটি আমার মনে পড়ল। আয়াতটি হচ্ছে–

كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ

অর্থ: এটা (আল-কুরআন) একটি কিতাব। এটি তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এ জন্যে যে, এর বক্তব্য দ্বারা তুমি মানুষকে সতর্ক করবে, ভয় দেখাবে। তাই (কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে) তোমার অন্তরে যেন কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি না আসে।

ব্যাখ্যা: কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ককারী সাধারণ মানুষের অন্তরে দুটো অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে-

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।
২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে ২য়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্যে সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা, যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্যে তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটো সমূলে উৎপাটন করার জন্যে আল্লাহ এই আয়াতে রাসূলের (সা.) মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন, মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনই কুরআনের বক্তব্যকে লুকাবে না বা ঘুরিয়ে বলবে না।

www.pathagar.com

কুরআনের অন্য জায়গায় (গাশিয়াহ : ২২, নিসা: ৮০) আল্লাহ রাসূলকে (সা.) বলেছেন, পৃথিবীর সকল মানুষ কখনই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই তুমি কুরআনের বক্তব্য (না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে) মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্যে পুলিশের ন্যায় কাজ করা তোমার কাজ নয়। কুরআনের এই সব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই, আমার কথা বা লেখনীতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

কুরআন শরীফ পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইল না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (যেখানে সিহাহ সিত্তার প্রায় সমস্ত হাদীস এবং তার বাইরেরও অনেক হাদীসের বর্ণনা আছে) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বর্তমান লেখা আরম্ভ করি ১৪.০১.২০০৪ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে 'কুরআনিআ' (কুরআন নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এবং কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিশেষ করে গবেষণা বিভাগের শওকত আলী জাওহার নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন। 'কুরআনিআ' অনুষ্ঠানটি প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম শুক্রবার সকাল ১০.০০টায় অনুষ্ঠিত হয়।

নবী-রাসূল (আ.) বাদে পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ, যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং সেটি সঠিক হলে, পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমত কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন–এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

www.pathagar.com

মূল বিষয়

গোড়ার কথা

ইসলামে কোন বিষয় (বক্তব্য, তত্ত্ব বা তথ্য) উপস্থাপন করা, সেটি মানুষকে মেনে নেয়ার জন্যে উৎসাহিত করা এবং সে অনুযায়ী মানুষকে আমল করার জন্যে আকৃষ্ট করা, একটি মৌলিক ও বড় সাওয়াবের কাজ। এটিকে ইসলামী পরিভাষায় দাওয়াতী কাজ বলে।

প্রত্যেক উপস্থাপক অর্থাৎ দাওয়াতদাতাকে মনে রাখতে হবে, উপস্থাপন করতে যাওয়া বিষয়টি যদি কুরআন-সুন্নাহের দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক হয়, তবে তা মেনে নিয়ে যত মানুষ সে অনুযায়ী আমল করেব, তার সওয়াব উপস্থাপকের আমলনামায় অবশ্যই যাবে। আবার তার উপস্থাপিত বিষয়টি যদি কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী সঠিক না হয়, তবে সেটি মেনে নিয়ে যারা আমল করবে, তাদের গুনাহের অংশও উপস্থাপকের আমল নামায় কিয়ামত পর্যন্ত জমা হতে থাকবে। তাই কুরআন ও সুন্নাহ বক্তব্য, তত্ত্ব বা তথ্য উপস্থাপনের সময় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছে এবং ভুল বিষয় উপস্থাপন করা যাতে কঠিন হয়, সে জন্যে বক্তব্য উপস্থাপনের নীতিমালার একটি ক্রমধারাও জানিয়ে দিয়েছে।

অত্যন্ত দুঃখর বিষয়, বর্তমান মুসলিম বিশ্বে যারা বক্তব্য, তত্ত্ব বা তথ্য উপস্থাপন করেন অর্থাৎ আলোচনা, বক্তব্য, ওয়াজ বা পথে-ঘাটে ও বাড়িতে ঘুরে ঘুরে মানুষের নিকট ইসলামের বিষয় উপস্থাপন করেন (দাওয়াতী কাজ করেন) তাদের অধিকাংশই বক্তব্য, তত্ত্ব বা তথ্য উপস্থাপনের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ যে নীতিমালা দিয়েছে, তা অনুসরণ করেন না। তাই তো আজ দেখা যায়, উপস্থাপিত বিষয়ের তথ্যের উৎস, নিম্নের ক্রম অনুযায়ী নেমে এসেছ-

আল্লাহ প্রদত্ত উৎস সমূহ

⬇

মনীষী

⬇

বুজুর্গ

⬇

মুরব্বী

www.pathagar.com

উপস্থাপিত বিষয়ের উৎসের ক্রমধারাটি এভাবে নামতে থাকলে ভবিষ্যতে তা কোথায় গিয়ে থামবে, তা শুধুমাত্র মহান আল্লাহই বলতে পারবেন।

বক্তব্য, তত্ত্ব বা তথ্য উপস্থাপনের সময় উৎসের ক্রমধারার এই ক্রম অবনতির দুটো প্রধান কারণ হচ্ছে-

- ❑ কুরআন-সুন্নাহ উপস্থাপিত বক্তব্য, তত্ত্ব বা তথ্য উপস্থাপনের ফর্মূলাটি অধিকাংশের নিকট পরিস্কার নয় বা তারা তাকে গুরুত্ব দেন না ।
- ❑ ফর্মূলাটি সহজে বুঝা, মনে রাখা ও অনুসরণ করা যায়, এমনভাবে লেখা কোন গ্রন্থ বা পুস্তিকা উপস্থিত না থাকা।

তাই বর্তমান প্রচেষ্টার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, জাতির সামনে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক বক্তব্য, তত্ত্ব বা তথ্য উপস্থাপনের নীতিমালার ক্রমধারাটি এমনভাবে উপস্থাপন করা, যা–

- ❑ সকল উপস্থাপনকারীর বুঝা, অনুসরণ করা ও মনে রাখা সহজ হবে।
- ❑ অনুসরণ করলে ভুল বিষয় উপস্থাপন করা কঠিন হবে।
- ❑ মৌলিক বিষয় বাদ দিয়ে অমৌলিক বিষয় উপস্থাপন রোধ করবে।
- ❑ উৎসের ক্রমধারার অধঃপতন রোধ করবে।

ইসলামী বক্তব্য, লেকচার বা ওয়াজ উপস্থাপনের ফর্মূলার বর্ণনাগত বিবরণ

প্রত্যেক মুসলিম উপস্থাপকের ইসলামের কোন তথ্য বা তত্ত্ব উপস্থাপনের সময় মনে রাখতে হবে, তথ্য বা তত্ত্বটি উপস্থাপনের পেছনে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে-

- ❑ ইসলামের এক বা একাধিক নির্ভুল তথ্য বা তত্ত্ব মানুষকে জানানো,
- ❑ মানুষকে সে তথ্য বা তত্ত্বটি গ্রহন করতে, মনের প্রশান্তি নিয়ে তার উপর আমল করতে, এবং দৃঢ় পদে সে আমলের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে আকৃষ্ট, উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা করা।

www.pathagar.com

এ উদ্দেশ্য মনে রেখে প্রত্যেক উপস্থাপককে নিম্নের ক্রমধারা অনুযায়ী বক্তব্য, তথ্য বা তত্ত্ব উপস্থাপন করতে হবে–

ক. প্রথমে সকল উপস্থাপককে ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ফর্মূলা অনুযায়ী উপস্থাপন করতে যাওয়া প্রতিটি বিষয়ের নির্ভুলতার ব্যাপারে একশত ভাগ নিশ্চিত হতে হবে।

খ. অতঃপর শ্রোতা বা পাঠকদের জ্ঞান ও আমলের বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উপস্থাপনের বিষয় নির্ধারিন করতে হবে।

গ. তারপর সঠিক বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছা এবং উপস্থাপন করতে চাওয়া বিষয়ের উপর নিজে আমল করতে হবে।

ঘ. এরপর আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎসের তথ্যের আলোকে প্রকৃত উপস্থাপন শুরু করতে হবে।

ঙ. অতঃপর তথ্যটির ব্যাপারে বুঝ পরিস্কার করার জন্যে বিভিন্ন উদাহরণ, ঘটনা বা কাঠামো উপস্থাপন করতে হবে।

চ. এরপর সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী বা মনিষীগণের তথ্যটির সমর্থনকারী বক্তব্য (যদি পাওয়া যায়) উপস্থাপন করা যেতে পারে।

ছ. অতঃপর উপস্থাপিত বিষয়টি অনুসরণ করলে বা না করলে দুনিয়ায় যে লাভ বা ক্ষতি হবে তা উপস্থাপন করতে হবে।

জ. সবশেষে উপস্থাপিত বিষয়টি অনুসরণ করলে বা না করলে আখিরাতে যে লাভ বা ক্ষতি হবে তা উপস্থাপন করতে হবে।

এবার চলুন উপস্থাপনের বিভিন্ন ধাপগুলো একটু বিস্তারিতভাবে জানা যাক–

ক. উপস্থাপকের ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ফর্মূলা অনুযায়ী উপস্থাপন করতে যাওয়া প্রতিটি বিষয়ের নির্ভুলতার ব্যাপারে একশত ভাগ নিশ্চিত হওয়া

ইসলামের সকল উপস্থাপককে ২টি কথা সব সময় মনে রাখতে হবে–

১. তার উপস্থাপিত তথ্য বা তত্ত্বটি মেনে নিয়ে অনেক মানুষ আমল শুরু বা বন্ধ করতে পারে। সুতরাং বিষয়টি যদি সত্য হয় তবে তার সওয়াব, আর যদি মিথ্যা হয় তবে তার গুনাহ কিয়ামত পর্যন্ত তার

www.pathagar.com

আমলনামায় যোগ হতে থাকবে এবং পরকালে তা পর্যালোচনা করে তাকে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া হবে।

২. উপস্থাপন করতে চাওয়া বিষয়টি সঠিক কিনা, ব্যক্তিগতভাবে যাচাই করে নিশ্চিত হতে হবে। আর ঐ সিদ্ধান্তে যদি তিনি এ কারণে পৌঁছে থাকেন যে, বিষয়টি সত্য বলে তিনি কোন মনীষী, বুজুর্গ বা মুরুব্বীকে বলতে শুনেছেন বা এ ধরনের লোকের লেখা কোন গ্রন্থ পড়ে জেনেছেন, তবে তিনি কুরআন ও সুন্নাহের নিম্নোক্ত বক্তব্য অনুযায়ী শিরক করার অপরাধে দোষী হবেন-

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ

অর্থ : তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের রব বানিয়ে নিয়েছে। (তাওবা /৯ : ৩১)

ব্যাখ্যা : এ বিখ্যাত আয়াতটিতে মহান আল্লাহ্ ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের অধঃপতনের একটি প্রধান কারণ উল্লেখ করেছেন। সে কারণটি হচ্ছে ধর্মীয় ব্যাক্তিত্বদের রব বানিয়ে নেয়া।

মুসনাদে আহমদ এ আয়াতটির ব্যাখ্যা স্বরূপ যে হাদীসটি উল্লেখ আছে তা হচ্ছে, আদী বিন হাতেম (রা.) খ্রিষ্ট ধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল (সা.) এর নিকট জানতে চেয়েছিলেন এ আয়াতে খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের রব বানিয়ে নেয়া বলতে আল্লাহ্ কী বুঝিয়েছেন? উত্তরে রাসূল (সা.) বলেন, 'এটা কি সত্য নয় যে, ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা যে জিনিসকে হারাম বলত, তোমরা সেটাকেই হারাম মনে করতে? আর যা কিছু তারা হালাল বলে ঘোষণা করত, তাকেই তোমরা হালাল বলে মেনে নিতে? আদী (রা.) বলেন, 'হাঁ এরূপ অবশ্যই আমরা করতাম।'..... তারপর রাসূল (সা.) বলেন, এরূপ করলেই তো তাদের রব বানিয়ে নেয়া হল। রব বানানো বলতে আয়াতটিতে এটাই বুঝানো হয়েছে।'

আয়াতখানি ও রাসূল (সা.) এর দেয়া ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের সকল কথা (বিশেষ করে তা যদি বিবেক-বুদ্ধির বাইরে বা বিরুদ্ধ হয়), কুরআন-হাদীসের বিনা যাচাইয়ে সত্য বলে মেনে নেয়ার অর্থ হচ্ছে তাদেরকে রব বলে মেনে নেয়া অর্থাৎ

www.pathagar.com

শিরক করা। কারণ সকল কথা, বক্তব্য বা সিদ্ধান্ত সত্য তথা নির্ভুল হওয়া শুধুমাত্র আল্লাহর গুণ (সিফাত)। কোন মানুষের (মনীষী, বুজুর্গ, মুরব্বী) সকল কথা, বক্তব্য বা সিদ্ধান্ত, সত্য বা নির্ভুল বলে বিনা যাচাইয়ে সত্য ধরে নেয়ার অর্থ হচ্ছে সেই ব্যক্তিকে আল্লাহর ঐ গুণের সাথে শরীক করা। আর সকল মুসলমান প্রতিটি কথা যাতে কুরআন দিয়ে যাচাই করতে পারে, সেজন্যে কুরআন ও সুন্নাহ, সকল মুমিনের জন্যে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করাকে সব চেয়ে বড় সাওয়াবের কাজ এবং তা থেকে দূরে থাকাকে সব চেয়ে বড় গুনাহের কাজ হিসেবে ঘোষণা করেছে।

তাই শিরকের গুনাহ এবং উপস্থাপিত ভুল বিষয় মেনে নিয়ে আমল করার জন্যে শ্রোতা বা পাঠকদের করা গুনাহের ভাগ পাওয়া থেকে রেহাই পেতে হলে প্রত্যেক উপস্থাপককে অবশ্যই প্রথমে 'ব্যক্তিগতভাবে', উপস্থাপন করতে চাওয়া প্রত্যেকটি বিষয় ইসলামের দৃষ্টিতে সত্য কিনা, তা পূর্বে উল্লিখিত, 'কোন বিষয়ের সত্যতা যাচাইয়ের নীতিমালার ক্রমধারা' অনুযায়ী যাচাই করে ১০০% নিশ্চিত হতে হবে।

❑❑ কোন বিষয় ইসলামের দৃষ্টিতে সঠিক কিনা তা জানা বুঝার জন্যে মহান আল্লাহ মানুষকে তিনটি মাধ্যম দিয়েছেন। মাধ্যম তিনটি হল কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি (বিবেক নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি)। ওই তিনটি উৎস সঠিকভাবে ব্যবহারের একটা ফর্মূলাও মহান আল্লাহ কুরআন ও সুন্নাহের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। ফর্মূলায় যথাযথভাবে ব্যবহারের জন্যে উৎস তিনটি সম্বন্ধে নিম্নের তথ্যসমূহ বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে-

আল কুরআন সম্বন্ধে যে তথ্য সমূহ বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে

১. আল-কুরআনের তথ্যের স্পষ্ট বিপরীত তথ্য যেখানেই থাকুক তা ভুল বা মিথ্যা।

মহান আল্লাহ আল-কুরআনকে 'ফুরকান' তথা সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ আল-কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক না কেন বা যে ব্যক্তিই বলুক না কেন তা মিথ্যা

www.pathagar.com

বা ভুল মনে করতে হবে। চাই সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকাহ, ইসলামী সাহিত্য, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি যে কোন বই হোক না কেন বা সে ব্যক্তি যে স্তরের ব্যক্তিই হোক না কেন।

২. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন

আল-কুরআনের একটি আয়াতে কোন বিষয়ের একটি দিক এবং অন্য আয়াতে তার অন্য একটি দিক উল্লেখ করা হয়েছে বা একটি আয়াতে কোন বিষয়কে সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যদিকে কুরআনের বক্তব্য নির্ভুল। তাই কুরআনের কোন আয়াতের ব্যাখ্যা স্বরূপ কথা যদি অন্য আয়াতে থাকে তবে সেটিই হবে প্রথম আয়াতের বক্তব্যের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। এভাবে বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে যদি একটি বক্তব্যের স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তবে সে ব্যাপারে হাদীস পর্যালোচনা না করলেও চলে। কারণ, কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের সমর্থক বক্তব্য অবশ্যই হাদীসে থাকবে এবং বিরোধী বক্তব্য রাসূল (সা.)- এর বক্তব্য বলে গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩. কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোন তথ্য নেই।

সূরা নিসার ৮২নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোন বক্তব্য নেই। তাই-

ক. আল কুরআনের সকল আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা সম্পূরক হতে হবে। কোন মতেই পরস্পর বিরোধী হতে পারবে না।

খ. প্রত্যক্ষ্য বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একই বিষয়ের অস্পষ্ট বা পরোক্ষ বক্তব্যের ব্যাখ্যা করতে হবে।

৪. একই বিষয়ের সকল আয়াত পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে।

আল-কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে একটু একটু করে ২৩বছর ধরে। আর তা অবতীর্ণ করা হয়েছে রাসূল (সা.) কে যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছিল (ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা) সে উদ্দেশ্য সাধনের পথে প্রতিপদে অবস্থা অনুযায়ী পথনির্দেশ দেওয়ার জন্যে। তাই আল-কুরআনে একটি বিষয়ের সকল দিক পরপর সাজানো নেই। এ কারণে কোন একটি বিষয়ের ব্যাপারে পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আল-কুরআন থেকে নিতে হলে ঐ বিষয়টি সম্বন্ধে বক্তব্য

www.pathagar.com

আছে এমন সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করতে হবে। আর সে পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে, আয়াতগুলোর তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন পরস্পরের সামঞ্জস্যশীল হয়, বিরোধী না হয়।

৫. আল-কুরআনে ইসলামের সকল প্রথম স্তরের মৌলিক তথা প্রথম স্তরের ফরজ ও হারাম বিষয় উল্লেখিত আছে

ইসলামের বিষয়গুলো প্রথম স্তরের মৌলিক (প্রথম স্তরের ফরজ), দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক (দ্বিতীয় স্তরের ফরজ) ও অমৌলিক (নফল), এই তিন বিভাগে বিভক্ত। প্রথম স্তরের মৌলিক হচ্ছে সেই বিষয়গুলো এই বিষয়ের একটিও বাদ গেলে একজন মুসলমানের পুরো জীবন সরাসরি ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক হচ্ছে প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়। যার একটিও বাদ গেলে এর সঙ্গে সম্পর্কিত প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়টি ব্যর্থ হয়। তাই জীবনও পুরো ব্যর্থ হয়। আর অমৌলিক হচ্ছে সেই বিষয়গুলো যার সবগুলো কোন কারণে বাদ গেলেও জীবন ব্যর্থ হয় না। তবে তাতে কিছু অসম্পূর্ণতা থাকে।

আল-কুরআনে ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যকথায় যে বিষয়টি কুরআনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়নি তা ইসলামের প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নয়। কুরআনের মূল বিষয়গুলো হচ্ছে ইসলামের প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়, এ তথ্যটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে সূরা নাহলের ৮৯ নং আয়াতের মাধ্যমে।
ইসলামের দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয়গুলোর কিছু আছে কুরআনে আর সবগুলো আছে হাদীসে। আর অমৌলিক বিষয়গুলোর প্রায় সবগুলো আছে হাদীসে।

আল-হাদীস সম্বন্ধে যে তথ্যসমূহ বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে

১. সকল সুন্নাহ হাদীস কিন্তু সকল হাদীস সুন্নাহ নয়

সুন্নাহ হচ্ছে রাসূল (সা.) এর কথা, কাজ বা সমর্থনের হুবহু, নির্ভুল বা অক্ষর, শব্দ, দাড়ি, কমা, সেমিকোলন ও যতিচিহ্নসহ উপস্থাপিত রূপ। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে, হাদীস গ্রন্থের হাদীস হল, রাসূল (সা.) এর পরের

www.pathagar.com

৪(চার) স্তরের ঈমানের দাবিদার ব্যক্তিদের কর্তৃক রাসূল (সা.) এর কথা, কাজ বা সমর্থনের নিজ বুঝের, স্বীয় ভাষায় উপস্থাপন করা রূপ। রাসূল (সা.) এর নিকট থেকে হাদীসের ছয়খানি বিখ্যাত গ্রন্থের গ্রন্থকারের নিকট একটি হাদীস পৌঁছেছে ৫-৭ জন ব্যক্তির মুখ ঘুরে, ২৫০-৩০০ বছর পরে। প্রত্যেকেই তার পূর্ববর্তী ব্যক্তির বক্তব্যের স্বীয় বুঝকে, নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। যে যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণকে সহীহ হাদীসের রাবী (বর্ণনাকারী) হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে তাতে তারা মিথ্যা বা বানানো কথা রাসূল (সা.) এর নামে চালিয়ে দিয়েছেন এটি হওয়া অসম্ভব। কিন্তু তাদের কারো বুঝতে বা উপস্থাপন করতে ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। তাই সর্বজনগ্রহণযোগ্য কথা হল 'সকল সুন্নাহ হাদীস কিন্তু সকল হাদীস সুন্নাহ নয়'। আর বর্তমান সহীহ হাদীসের শুধু মাত্র মুতাওয়াতির সহীহ হাদীসের বক্তব্য (মতন) বিষয়টি নির্ভুল, এটি নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায়। মশহুর, আজিজ ও গরীব সহীহ হাদীসের বক্তব্য বিষয়টি নির্ভুল হওয়ার নিশ্চয়তা নেই।

তাই বর্তমান হাদীস শাস্ত্রে উল্লেখিত সহীহ হাদীসের বক্তব্য বিষয়কে নির্ভুল তথা রাসূল (সা.) এর বক্তব্য হিসেবে গ্রহণ করার আগে কুরআন ও সুন্নাহ উপস্থাপিত ফর্মূলা দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে। ফর্মূলাটি নিয়ে আলোচনা করেছি 'প্রচলিত হাদীস শাস্ত্র অনুযায়ী সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?' নামক বইটিতে।

২. রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ ও ফিকাহ শাস্ত্রের সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য

রাসূল (সা.) যা বলেছেন, করেছেন ও সমর্থন করেছেন, তা সবই তাঁর সুন্নাহ। নামাজ, যাকাত, রোজা, হজ্জ, জিহাদ, টুপি মাথায় দেয়া, মেসওয়াক করা, খাওয়া-দাওয়া, বিবাহ করা, সত্যকথা বলা, হক নষ্ট না করা, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি যে সকল কাজ রাসূল (সা.) করেছেন, বলেছেন বা সমর্থন করেছেন, তা সবই তাঁর সুন্নাহ।

ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ রাসূল (সা.) এর সকল সুন্নাহকে গুরুত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে চার ভাগে ভাগ করেছেন এবং গুরুত্ব অনুযায়ী এক, দুই, তিন ও চার নম্বর অবস্থানের সুন্নাহের নাম দিয়েছেন যথাক্রমে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব। অর্থাৎ রাসূল (সা.) এর সুন্নাহের মধ্যে গুরুত্বের দিক দিয়ে যার অবস্থান তৃতীয় স্থানে ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ তার

www.pathagar.com

নাম দিয়েছেন সুন্নাত। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস নির্ণয়ের সহজতম উপায়' নামক বইটিতে।

৩. কুরআনের স্পষ্ট বিরোধী বক্তব্য সম্বলিত হাদীস প্রচলিত অর্থে সহীহ হলেও তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়

সূরা হাক্কার ৪৪-৪৭ নং আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, রাসূল (সা.) যদি তাঁর নামে কোন কথা বানিয়ে বা মিথ্যা বলতো তবে তিনি তার কণ্ঠনালী ছিঁড়ে ফেলতেন। আর রাসূল (সা.) নিজেও বলেছেন, তাঁর নামে কোন হাদীস বর্ণনা করা হলে তাকে কুরআনের সাথে মিলাতে। কুরআনের সঙ্গে সঙ্গতিশীল হলে তা গ্রহণ করতে আর কুরআন বিরোধী হলে তা প্রত্যাখ্যান করতে।

তাই আল-কুরআনের স্পষ্ট বিরোধী বক্তব্য প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রের পরিভাষা অনুযায়ী 'সহীহ হাদীস' হলেও তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

৪. কুরআনে থাকা বিষয় সুন্নাহ ও সহীহ হাদীসে থাকা না থাকা

কোন বিষয় কুরআনে আছে কিন্তু রাসূল (সা.) বলেননি, পালন করেননি বা সমর্থন করেননি অর্থাৎ সুন্নাহে নাই এমন হওয়া অসম্ভব। কারণ, রাসূল (সা.) এর কাজই ছিল, কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজে কুরআনকে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু সকল সুন্নাহ, হাদীস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে- একথা নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যাবে না। কারণ, হাদীস প্রকৃতভাবে লিপিবদ্ধ করা আরম্ভ হয়েছে রাসূল (সা.) এর ইন্তে কালের ২৫০-৩০০ বছর পর। অন্যদিকে তাঁর নামে ভুল কথা বলাকে রাসূল (সা.) অত্যন্ত বড় গুনাহের কাজ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাই রাসূল (সা.) এর একটি বক্তব্য সম্বন্ধে মনে সামান্য সন্দেহ থাকলেও অনেক সাহাবী (রা.) তা বলেননি বা প্রকাশ করেননি। আবার বর্ণনাকারীর যোগ্যতার (আদালত) দুর্বলতা দেখে মুহাদ্দীসগণ তাদের বলা হাদীস রাসূল (সা.) এর বক্তব্য হওয়া সত্ত্বেও সহীহ হাদীস হিসেবে গ্রহণ করেননি। একারণে রাসূল (সা.) এর অসংখ্য সুন্নাহ যে বর্তমান হাদীস শাস্ত্রের সহীহ হাদীসের তালিকা থেকে বাদ গেছে তার প্রমাণ হল বর্তমান হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীসের সংখ্যা প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার) হওয়া। মানুষের জীবনের এমন কোন বিভাগ নেই যেখানে রাসূল (সা.)

www.pathagar.com

কাজ করেননি। এমন একজন ব্যক্তিত্বের ২৩ বছরের নবুয়াতী জীবনের কথা, কাজ ও সমর্থনের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ হওয়ার কথা। কিন্তু যেহেতু মুহাদ্দিসগণ শুধু ব্যক্তির গুণাবলীর ভিত্তিতে হাদীস গ্রহণ বা বর্জন করেছেন সেহেতু রাসূল (সা.) এর অসংখ্য সুন্নাহ বাদ যেয়ে সহীহ হাদীসের বর্তমান সংখ্যা ১০,০০০ হয়েছে।

৫. হাদীস শক্তিশালী হওয়ার প্রধান কারণসমূহ

হাদীস শাস্ত্র অনুযায়ী হাদীস শক্তিশালী হওয়ার প্রধান কারণ সমূহ হল–

ক. কুরআনের সাথে সঙ্গতিশীলতা-

যে হাদীসের বক্তব্য (মতন) কুরআনের বক্তব্যের সাথে যতো বেশি সঙ্গতিশীল হবে সে হাদীস ততো বেশি শক্তিশালী। তার বর্ণনাকারীদের মধ্যে কিছু দুর্বলতা থাকলেও। আর কুরআনের বক্তব্যের সাথে সঙ্গতিশীলতার কারণে শক্তিশালী হওয়া হাদীস অন্য যেকোন কারণে শক্তিশালী হওয়া হাদীসের চেয়ে অধিক শক্তিশালী।

খ. মানসম্পন্ন বর্ণনাকারীর সংখ্যা-

যে সহীহ হাদীসের মান সম্মত বর্ণনাকারীর সংখ্যা (প্রতিস্তরে) যতো বেশি সে হাদীস ততো বেশি শক্তিশালী।

৬. হাদীস রহিত হওয়া

শক্তিশালী হাদীস অপেক্ষাকৃত দুর্বল হাদীসের বিপরীত ধর্মী বক্তব্যকে রহিত করে। কারণ, রাসূল (সা.) পরস্পর বিরোধী কথা বলতে পারেন না।

৭. হাদীস থেকে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম

কুরআনের ন্যায় হাদীস থেকেও কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে হলে ঐ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েচে এমন সকল হাদীসকে পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় মনে রাখতে হবে, বেশি শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্য কম শক্তিশালী হাদীসের বিপরীতধর্মী বক্তব্যকে রহিত করে।

www.pathagar.com

৮. কুরআনের চেয়ে হাদীসের ভান্ডার অনেক বড়। তাই-

- ❑ একটি বিষয়ের সকল হাদীস যাচাই করে সিদ্ধান্তে আসতে কুরআন দ্বারা যাচাই করে সিদ্ধান্তে আসার চেয়ে সময় বেশি লাগে।
- ❑ এবং তা অধিক কষ্টসাধ্য।

বিবেক-বুদ্ধি সম্বন্ধে যে তথ্যসমূহ বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে

১. বিবেক-বুদ্ধির সবচেয়ে বড় দোষ

বিবেক-বুদ্ধি শিক্ষা, পরিবেশ ইত্যাদির প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এটিই বিবেক-বুদ্ধির সবচেয়ে বড় দোষ। তাই কোন বিষয়ে বিবেক-বুদ্ধির রায়কে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে তাকে অবশ্যই কুরআন বা হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে। সে যাচাইয়ের একটি ফর্মূলাও আল্লাহ কুরআন ও সুন্নাহের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন।

২. বিবেক-বুদ্ধির গুণ সমূহ

বিবেক-বুদ্ধির গুণ সমূহ হচ্ছে–

ক. বিবেক-বুদ্ধি সকলের নিকট সকল সময় উপস্থিত থাকে

খ. বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সময় লাগেনা বললেই চলে

গ. নিজের বিবেক ব্যবহার করতে কোন অর্থ খরচ হয় না

ঘ. কোন বিষয় বিবেক-সিদ্ধ হলে সেটি সহজে মেনে নেয়া যায়। মনের প্রশান্তি নিয়ে সেটি আমল করা যায় এবং দৃঢ়পদে তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা যায়।

৩. অনৈসলামিক শিক্ষা ও পরিবেশে বিবেক-বুদ্ধি পরিবর্তিত হওয়ার মাত্রা

অনৈসলামিক শিক্ষা ও পরিবেশে বিবেক-বুদ্ধি অবদমিত হয় কিন্তু তা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না। সাধারণ নৈতিকতার বিষয়, যেমন- সত্য কথা বলা ভাল, মিথ্যা বলা খারাপ, ফাঁকি দেয়া খারাপ, ঘুষ খাওয়া খারাপ, পরোপকার করা ভাল ইত্যাদি বিষয়গুলো একজন অমুসলিমও বিশ্বাস করে। এগুলো ইসলামেরই কথা। অমুসলিমদের আল্লাহ প্রদত্ত বিবেক পরিবর্তিত হলেও একেবারে নিঃশেষ হয়না বলে তারা ইসলামের ঐ বিষয়গুলো বিশ্বাস করে।

www.pathagar.com

৪. ইসলামী শিক্ষা ও পরিবেশে বিবেক-বুদ্ধির উন্নতির মাত্রা

ইসলামী শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে একজন মানুষের বিবেক উৎকর্ষিত হতে থাকে এবং এক সময় তা কুরআন-সুন্নাহের কাছাকাছি পৌঁছে যায় কিন্তু একেবারে সমান হয় না। অর্থাৎ একজন জ্ঞানী ও সঠিক আমলকারী মুসলমানের বিবেক-বুদ্ধির রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহের রায়ের সাথে মিলে যাবে।

৫. ইসলামে বিবেকের বাইরের বা বিরুদ্ধ বিষয়ের পরিমাণ

ইসলামে বিবেকের বাইরের বা বিরুদ্ধ বিষয় না থাকারই কথা। আর থাকলেও তার পরিমাণ অনেক কম হবে। কারণ–

ক. ইসলামের মূল তিনটি উৎস (কুরআন, হাদীস ও বিবেক) একই উৎস তথা মহান আল্লাহর নিকট থেকে আসা। একই উৎস থেকে আসা বিষয়ের মধ্যে মিল থাকে, গরমিল থাকে না। তাই সহজেই বলা যায় ইসলামে মানুষের বিবেকের বাইরের বা বিরুদ্ধ বিষয় থাকার কথা নয়। আর কোন কারণে থাকলেও তার সংখ্যা অনেক কম হওয়ার কথা।

খ. মহান আল্লাহ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কুরআনের বক্তব্য বুঝার জন্যে এবং অন্যান্য কাজ করার জন্যে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এ থেকে বুঝা যায়, আল-কুরআন তথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বিবেক-বুদ্ধির বাইরের বা বিরুদ্ধ কথা বা বিষয় না থাকারই কথা। কারণ, তা যদি থাকত, তাহলে মহান আল্লাহ কুরআনের বক্তব্য বুঝার জন্যে বিবেক-বুদ্ধি খাটানোকে অপরিসীম গুরুত্ব দিতে বলার পরিবর্তে তা নিষেধ করতেন। অর্থাৎ তিনি বলতেন, কুরআনকে বুঝার জন্যে বিবেক-বুদ্ধি খাটানোর কোন দরকার নেই। কুরআনে আমি যা বলেছি, চোখ বন্ধ করে তা মানতে ও অনুসরণ করতে হবে।

৬. ইসলামে বিবেক-বুদ্ধির বাইরের বিষয়সমূহ

সূরা আলে ইমরানের ৭নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয় ধারণকারী আয়াতের বক্তব্য সমূহ চিরন্তনভাবে মানুষের বিবেক-বুদ্ধির বাইরে। অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে মানুষ তা বুঝতে পারবে না।

www.pathagar.com

আর ঐ আয়াতে আল্লাহ পরোক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (মুহকামাত) বিষয় ধারণকারী আয়াতের বক্তব্য মানুষের বিবেক-সিদ্ধ। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ধারণকারী আয়াতে এমন কোন বক্তব্য নেই যা কখনই মানুষ বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারবে না। দু'একটি মুহকামাত আয়াতের বক্তব্য বর্তমান জ্ঞানে বুঝা না গেলেও মানব সভ্যতার জ্ঞান যখন ঐ স্তরে পৌঁছবে তখন তা অবশ্যই বুঝা যাবে।

৭. বিবেক-বুদ্ধির রায়কে কুরআন দিয়ে রহিত করার নীতিমালা

আল-কুরআনে মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আর সূরা আলে-ইমরানের ৭নং আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে মানুষের বিবেক বুদ্ধির রায় হচ্ছে কুরআনের পরোক্ষ রায়। আবার ঐ একই আয়াতে প্রত্যক্ষভাবে বলা হয়েছে, অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয় মানুষের বিবেক-বুদ্ধি, বা বুঝের বাইরে। অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় বিষয় মানুষের বিবেক-বুদ্ধির রায়ের কোন মূল্য নেই।

প্রত্যক্ষ বক্তব্য, পরোক্ষ বক্তব্যকে রহিত করতে পারে, এটি একটি চিরসত্য ও সহজ বোধগম্য কথা। তাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয় বিষয়ে বিবেকের রায়কে কুরআন দিয়ে রহিত করার নীতিমালা হবে-

ক. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে (যে সকল বিষয় মানুষ পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে জানতে ও বুঝতে পারে) মানুষের বিবেক-বুদ্ধির রায়কে রহিত করার অর্থ হচ্ছে কুরআনের একটি পরোক্ষ বক্তব্য রহিত করা। তাই এটি করতে হলে কুরআনের একটি প্রত্যক্ষ বক্তব্য লাগবে। আর বাস্তবে তা আছেও।

খ. অতীন্দ্রিয় বিষয়ে মানুষের বিবেক-বুদ্ধির রায়কে কুরআনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে কোন বক্তব্য রহিত করতে পারবে। কারণ, ঐ ধরনের বিষয়ে মানুষের বিবেকের রায়ের কোন মূল্য নেই বলে কুরআন প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছে।

৮. বিবেক-বুদ্ধির রায়কে হাদীস দিয়ে রহিত করার নীতিমালা

সহীহ হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী মানুষের অন্তর বা বিবেক যাতে সায় দেয় সেটি নেকি, সওয়ার, ন্যায় বা সঠিক। আর বিবেক যাতে সায় দেয় না সেটি গুনাহ, অন্যায় বা ভুল। অর্থাৎ সহীহ হাদীস অনুযায়ী বিবেক-বুদ্ধির

www.pathagar.com

রায় হল ইসলামের রায়। তাই বিবেক-বুদ্ধির রায়কে রহিত করার অর্থ হল কয়েকটি সহীহ হাদীসের রায়কে রহিত করা।

হাদীস শাস্ত্র অনুযায়ী একটি হাদীস বিপরীত বক্তব্য সম্বলিত অন্য একটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল হাদীসকে রহিত করতে পারে। তাই বিবেকের রায়কে হাদীস দিয়ে রহিত করা যাবে, তবে সে হাদীসটি হতে হবে অত্যন্ত শক্তিশালী হাদীস।

৯. কুরআন ও রাসূল (সা.) এর হাদীসের বক্তব্য বুঝার ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের অবস্থান

কুরআন ও সুন্নাহের বক্তব্য কিয়ামত পর্যন্ত পযোজ্য। তাই মানব সভ্যতার জ্ঞান যত বৃদ্ধি পাবে কুরআন ও সুন্নাহের বক্তব্য ততো সহজে ও ভালভাবে বুঝা যাবে।

বাস্তবতা হচ্ছে যত দিন যাচ্ছে ততো মানব সভ্যতার জ্ঞান বাড়ছে এবং এ ধারা চলতে থাকবে। তাই সহজেই বলা যায়, পরে আসা ব্যক্তিরা কুরআন সুন্নাহের বক্তব্য পূর্ববর্তীদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভাল বুঝতে পারবে। এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যও তাই।

(কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির উল্লেখিত তথ্যসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **'ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মূলা'** নামক বইটিতে)।

❑❑ ইসলামী জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত বা মূল তিন উৎস সম্বন্ধে উপরে আলোচনাকৃত তথ্যসমূহ বিশেষভাবে মনে রেখে প্রত্যেক পাঠককে, প্রথমে, পরের পৃষ্ঠায় উল্লেখিত কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি সিদ্ধ ফর্মুলাটি অনুযায়ী, উপস্থাপন করতে চাওয়া প্রতিটি বিষয়ের নির্ভুলতার ব্যাপারে ১০০% নিশ্চিত হতে হবে।

www.pathagar.com

ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলার চিত্ররূপ

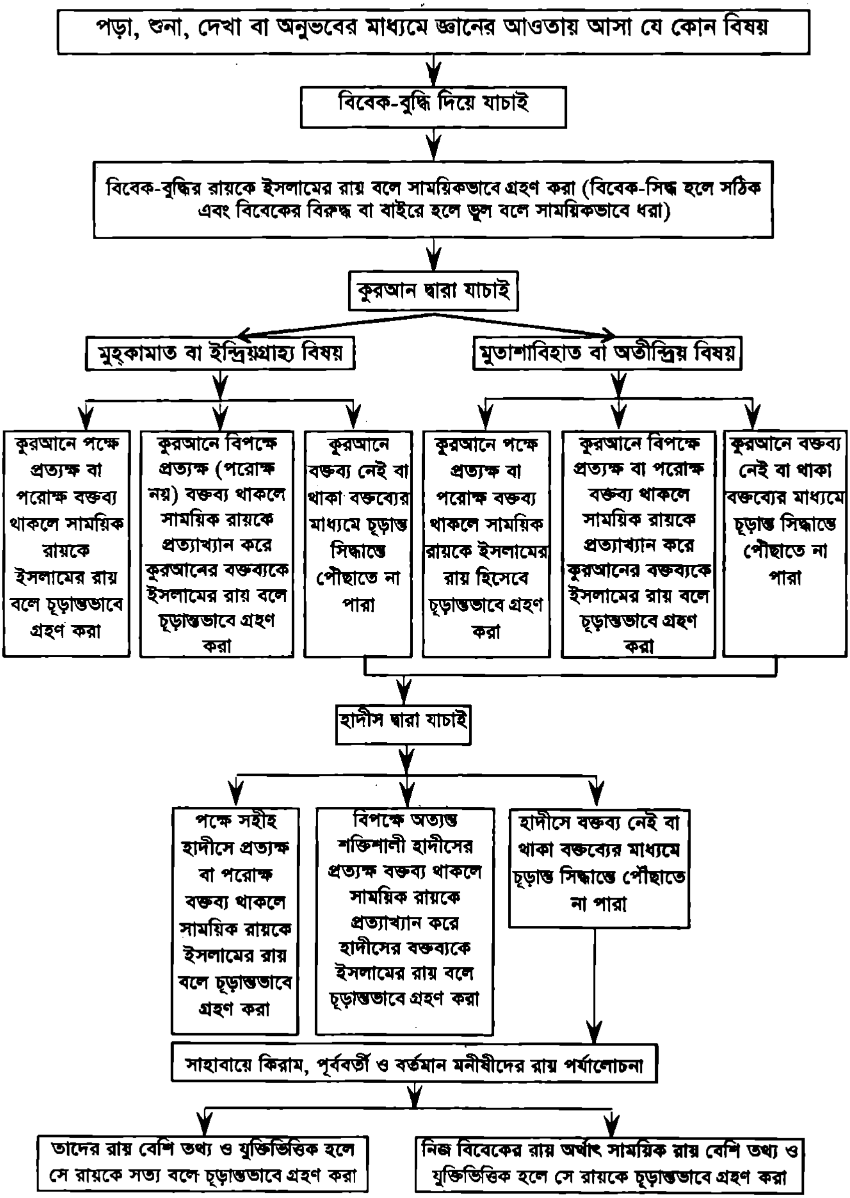

খ. উপস্থাকের শ্রোতা বা পাঠকদের জ্ঞান ও আমলের বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উপস্থাপনের বিষয় নির্ধারণ করা

যে জনগোষ্ঠির সামনে বক্তব্য বা তথ্য উপস্থাপন করা হবে, তাদের বাস্তব জ্ঞান ও আমলের অবস্থা বিবেচনা করে প্রত্যেক উপস্থাপককে বিষয় নির্ধারণ করতে হবে। এ সময় মনে রাখতে হবে, শ্রোতা বা পাঠকদের ইসলামের মৌলিক ও অমৌলিক উভয় ধরণের বিষয়ে জ্ঞান ও আমলের দুর্বলতা থেকে থাকলে তাকে অবশ্যই প্রথমে মৌলিক বিষয়গুলো উপস্থাপন করতে হবে। কারণ, ইসলামের মৌলিক একটি বিষয়ও যদি (বড় ওজর ব্যতিত) কেউ না জানে এবং আমল না করে তবে তাকে দুনিয়ায় চরম লাঞ্চনা এবং আখিরাতে জাহান্নামে যেতে হবে। একথা আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা বাকারার ৮৫ ও সূরা মুহাম্মাদের ২৫-২৮ নং আয়াতসমূহে। তাই শ্রোতা বা পাঠকদের ইসলামের মৌলিক ও অমৌলিক উভয় ধরনের বিষয়ে জ্ঞান ও আমলে ত্রুটি আছে জানা সত্ত্বেও যদি কোন উপস্থাপক মৌলিক বিষয় বাদ রেখে অমৌলিক বিষয় উপস্থাপন করেন, তবে তিনি যেন চাইলেন, শ্রোতা বা পাঠকরা দুনিয়ায় চরম অশান্তিতে এবং পরকালে জাহান্নামেই থেকে যাক। আর এর জন্যে তাকে সূরা তাহরীমের ৬নং আয়াতকে অমান্য করার জন্যে গুনাহগার হতে হবে। ঐ আয়াতটি হচ্ছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা, নিজেকে এবং নিজ আহালকে আগুন (জাহান্নাম) থেকে বাঁচাও।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ এখানে সকল ঈমানদারকে (যার মধ্যে উপস্থাপকও পড়েন) নিজেকে এবং তার বা তাদের 'আহালদের' জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে বলেছেন। 'আহাল' শব্দটির অর্থ যেমন হয়, পরিবার বা আত্মীয়-স্বজন; তেমনই তার অর্থ হয় সমমনা (একই বিশ্বাস ও চিন্তা-ধারার) সকল মানুষ অর্থাৎ সকল ঈমানদার।

তাহলে আল্লাহ এ আয়াতে উপস্থাপকসহ সকল ঈমানদারকে বলেছেন, তাদের নিজেদের যেমন জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে

www.pathagar.com

হবে তেমনই অন্য ঈমানদারগণও যেন জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে পারে, সে দিকে খেয়াল রেখে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

তাই, যে উপস্থাপক, শ্রোতা বা পাঠকদের ইসলামের মৌলিক বিষয়ে জ্ঞান ও আমলের ত্রুটি আছে জেনেও, ইচ্ছাকৃতভাবে অমৌলিক বিষয় উপস্থাপন করেন, তাকে কুরআনের আলোচ্য আয়াতকে অগ্রাহ্য করার জন্যে পরকালে অবশ্যই ধরা পড়তে হবে।

ইসলামের মৌলিক বিষয় কোনগুলো আর অমৌলিক বিষয় কোনগুলো, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ন হাদীস নির্ণয়ের সহজতম উপায়' নামক বইটিতে।

গ. সঠিক বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছা এবং উপস্থাপন করতে চাওয়া বিষয়ের উপর উপস্থাপকের নিজে আমল করা

প্রত্যেক উপস্থাপনকারীকে, উপস্থাপন করতে চাওয়া প্রতিটি বিষয় ইসলামী দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী সত্য, সে ব্যাপারে যেমন প্রথমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে, তেমনই উপস্থাপন করার আগে প্রতিটি বিষয় তাকে আমলও করতে হবে। কারণ-

ক. সূরা আস্ সফের ২ও ৩ নং আয়াতে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ . كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ.

অর্থ : হে ঈমানদারগণ, কেন (অন্যকে পালন করতে) বল যা তোমরা নিজে পালন কর না? নিজে না পালন করে অন্যকে (পালন করতে) বলা, আল্লাহর অত্যন্ত রাগান্বিত হওয়ার মত একটি ব্যাপার।

ব্যাখ্যা : এ আয়াতটি এবং এ ধরনের বর্ণনা সম্বলিত সহীহ হাদীসের বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, কোন বিষয় নিজে আমল না করে, অন্যকে তা আমল করতে বলার জন্যে উপস্থাপন করলে আল্লাহ প্রচন্ড রাগান্বিত হন। অর্থাৎ তা একটি বড় গুনাহের কাজ।

www.pathagar.com

তাই, প্রত্যেক উপস্থাপককে, কোন বিষয় উপস্থাপন করে অন্যকে তা মেনে নিতে ও তার উপর আমল করতে বলার আগে, সে বিষয়ের উপর নিজে আমল করতে হবে। কারণ–

১. তা না করলে আল্লাহ্ তার উপর ভীষণ রাগান্বিত হবেন। অবশ্য কোন ওজরের জারণে উপস্থাপক যদি উপস্থাপিত কোন বিষয়ের উপর আমল না করতে পারেন, তবে সেটি ভিন্ন কথা। তবে সে ক্ষেত্রে ওজরটির গুরুত্ব উপস্থাপিত বিষয়টির গুরুত্বের সাথে সমঞ্জস্যশীল (Proportional) হতে হবে এবং সম্ভব হলে ওজরটি শ্রোতা বা পাঠকদের জানিয়ে দিতে হবে।

২. উপস্থাপিত বিষয়টির উপর উপস্থাপকের নিজের আমল নাই দেখতে বা জানতে পারলে, শ্রোতা বা পাঠকরা বিষয়টির উপর আমল করতে ততটা উৎসাহিত বা আকৃষ্ট হবে না। অর্থাৎ তার উপস্থাপনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে।

ঘ. আল্লাহ্ প্রদত্ত তিনটি উৎসের আলোকে উপস্থাপকের প্রকৃত উপস্থাপন শুরু করা

প্রত্যেক উপস্থাপককে নিম্নের ক্রমধারা অনুযায়ী আল্লাহ্ প্রদত্ত তিনটি উৎসের আলোকে প্রকৃত উপস্থাপন আরম্ভ করতে হবে–

১. প্রথমে বিবেক-বুদ্ধির তথ্যের মাধ্যমে, যে বক্তব্যটি প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া হচ্ছে তার পক্ষে, সকলকে নিয়ে আসা

ইসলামকে জানা ও বুঝার জন্যে সকল মানুষের নিকট আল্লাহ্র দেয়া যে মাধ্যমটি সকল সময়ে উপস্থিত থাকে তা হল বিবেক-বুদ্ধি। তাই উপস্থাপককে সর্বপ্রথম বিবেক-বুদ্ধির তথ্যের আলোকে উপস্থাপন করে, সকলকে তার বক্তব্যের পক্ষে নিয়ে আসতে হবে। বিবেক যে ব্যাপারে সায় দিবে সেটি মেনে নিতে কেউ দ্বিধা করবে না।

তথ্যটি যদি অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয় হয়, তবে সেটি কুরআন বা হাদীসে যতটুকু, যেভাবে বলা হয়েছে, ততটুকু সেভাবে উপস্থাপক তার ভাষায় উপস্থাপন করে দিবেন। ঐটি ব্যাখ্যা করে বুঝাতে যাবেন না। কারণ, অতীন্দ্রিয় বিষয় বলে তা মানুষের বিবেকগ্রাহ্য

www.pathagar.com

হবে না; ফলে তিনি যেমন তা বুঝাতে পারবেন না, শ্রোতারাও তা বুঝতে পারবে না। ফলে বিষয়টি নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে। অতীন্দ্রিয় বিষয় নিয়ে এ কথাটিই আল্লাহ বলেছেন সূরা আলে-ইমরানের ৭নং আয়াতে যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সুবিধা হচ্ছে ইসলামে ঐরকম অতীন্দ্রিয় বা বিবেকের বাইরের মৌলিক বিষয়ের সংখ্যা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা বিবেক-সিদ্ধ মৌলিক বিষয়ের সংখ্যার তুলনায় অনেক অনেক কম।

২.এরপর বিষয়টির সমর্থনে কুরআনের তথ্য উপস্থাপন করা

উপস্থাপনকারী তারপর উপস্থাপন করতে চাওয়া কথাটির পক্ষে কুরআনে যে সকল আয়াত আছে তা তরজমা ও ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপন করবেন। আর অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্বন্ধে কুরআনের আয়াত সাধারণ তরজমাসহ উপস্থাপন করবেন। কুরআনের তথ্য উপস্থাপনের সময় ঐ বিষয়ে কুরআনের যতগুলো আয়াত আছে সম্ভব হলে তার সবগুলো উপস্থাপন করবেন। এভাবে শ্রোতারা তাদের বিবেক-সিদ্ধ কথাটির পক্ষে এবং বিবেকের বাইরের কথাটির বিপক্ষে কুরআনের তথ্য পেলে ঐ কথাটি যথাক্রমে ইসলামের কথা হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যাবেন এবং তাদের সকলে না হলেও অনেকেই, মনের প্রশান্তি নিয়ে তার উপর আমল শুরু করে দিবেন বা করে দিতে পারবেন। আর অতীন্দ্রিয় বিষয়ের ব্যাপারে কুরআনের আয়াত সরাসরি জানার পর কোন প্রকৃত মুসলমান তা অগ্রাহ্য করতে পারবে না। মনে রাখতে হবে, ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক-সিদ্ধ বা নিষিদ্ধ কথা কুরআনে উল্লেখিত আছে।

৩.তারপর বিষয়টি সমর্থনে হাদীসের তথ্য উপস্থাপন করা

উপস্থাপনকারী তার প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া বিষয়টির পক্ষে কুরআনের তথ্য উপস্থাপন করতে পারলে ব্যাখ্যার জন্যে ছাড়া সাধারণভাবে তার আর ঐ বিষয়ে হাদীসের তথ্য উপস্থাপনের দরকার পড়ে না। তবুও শ্রোতাদের মনের প্রশান্তির জন্যে বা উপস্থাপিত বিষয়টির ব্যাপারে তাদের বিশ্বাস আরো দৃঢ় করার জন্যে, উপস্থাপিত কথাটির পক্ষে যে সকল সহীহ হাদীস আছে, তার যত বেশি সংখ্যক সম্ভব উপস্থাপন করে

www.pathagar.com

দিবেন। কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের পক্ষে অবশ্যই হাদীস আছে। আর কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্য বিরুদ্ধ কোন কথা রাসূল (সাঃ) এর কথা বলে গ্রহণযোগ্য হবে না।

৪.তথ্যটির ব্যাপারে বুঝ পরিষ্কার করার জন্যে উপস্থাপকের বিভিন্ন উদাহরণ, ঘটনা বা কাহিনী উপস্থাপন করা

হাদীস উপস্থাপন শেষ করার পর তথ্য উপস্থাপনকারী তার উপস্থাপিত তথ্যটির পক্ষে শ্রোতা বা পাঠকদের বুঝ বা বিশ্বাস আরো দৃঢ় করার জন্যে বিভিন্ন উদাহরণ বা ঘটনা (কাহিনী) বর্ণনা করবেন বা করতে পারেন।

৫. সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন বা মনীষীদের তথ্যটির সমর্থনকারী বক্তব্য (যদি পাওয়া যায়) উপস্থাপন করা

তথ্য উপস্থাপনকারী তার উপস্থাপিত তথ্যের পক্ষে পূর্বের বিখ্যাত ব্যক্তিদের যে সকল বক্তব্য আছে, তা উপস্থাপন করতে পারেন, তবে তা অপরিহার্য নয়। কারণ, উপস্থাপিত তথ্যটির পক্ষে যদি কুরআন, সুন্নাহ ও বর্তমান বিবেক-বুদ্ধির সমর্থন থাকে তবে–

- ❑ তা অবশ্যই মানতে ও অনুসরণ করতে হবে। চাই তার পক্ষে পূর্বের মনীষীদের বক্তব্য থাকুক বা না থাকুক।
- ❑ তা অবশ্যই উপেক্ষা করা যাবে না, সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে পূর্বের কোন মনীষীর দেয়া ভুল বক্তব্য উপস্থিত থাকার কারণে। এটি করা অবশ্যই বড় গুনাহ হবে।

৬. উপস্থাপিত তথ্যটি অনুসরণ করলে বা না করলে দুনিয়ায় যে লাভ বা ক্ষতি হবে তা উপস্থাপন করা

উপস্থাপিত তথ্যটি করণীয় হলে তা করলে এবং নিষিদ্ধ হলে তা না করলে দুনিয়ায় কী কল্যাণ হবে তা উপস্থাপন করতে হবে। কারণ, দুনিয়ার কল্যাণ বা লাভ মানুষ আগে দেখতে বা পেতে চায়। আর এ কল্যাণের দৃষ্টান্ত দিতে যেয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য বেশি বেশি উপস্থাপন করতে হবে। অবাস্তব ঘটনা বা কাহিনী বলা ক্ষতিকর হবে। কারণ তা

www.pathagar.com

জ্ঞানী মানুষ, যারা সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে, তাদের ইসলামের প্রতি বিশ্বাসকে দুর্বল করে দেবে।

উপস্থাপনের সময় দুনিয়ার লাভ-ক্ষতি পরকালের লাভ-ক্ষতির আগে উপস্থাপন করার নীতি মহান আল্লাহ-ই শিক্ষা দিয়েছেন সূরা আল বাকারার ২০১ নং আয়াতে, তাঁর নিকট কোন কিছু চাওয়ার ক্রমধারা উপস্থাপনের মাধ্যমে–

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً .

অর্থঃ হে আমাদের রব, আমাদের দুনিয়ার কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর।

ব্যাখ্যাঃ এখানে মহান আল্লাহ তাঁর নিকট কল্যাণ চাওয়ার সময় মানুষকে দুনিয়ার কল্যাণ আগে চাইতে বলেছেন। কারণ, তিনিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তাই তিনি মানুষের মানসিক অবস্থা সবচেয়ে ভাল জানেন।

৭. উপস্থাপিত তথ্যটি অনুসরণ করলে বা না করলে পরকালে কি অবস্থা হবে তা উপস্থাপন করা

তথ্যটি মানা বা না মানার দরুন পরকালে কী অবস্থা হবে, তা উপস্থাপন করতে হবে সব শেষে। আর পরকালের লাভ বা ক্ষতি যে সকল মানুষের জন্যে আসল বা চিরস্থায়ী লাভ বা ক্ষতি, তা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপন করতে হবে।

www.pathagar.com

ইসলামী বক্তব্য, লেকচার বা ওয়াজ উপস্থাপনের ফর্মূলার চিত্রগত রূপ

উপস্থাপন করতে যাওয়া প্রতিটি বিষয়ের নির্ভুলতা, আল্লাহ প্রদত্ত ফর্মূলা অনুযায়ী যাচাই করে ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চিত হওয়া

↓

ইসলামের মৌলিক বিষয়ে শ্রোতাদের দুর্বলতা থাকলে, তা বাদ রেখে অমৌলিক বিষয় উপস্থাপন না করা

↓

উপস্থাপন করতে যাওয়া বিষয়টির উপর উপস্থাপকের নিজে আমল করা

↓

বিবেক-বুদ্ধির তথ্য উপস্থাপন করে শ্রোতা বা পাঠকদের উপস্থাপিত বিষয়টির পক্ষে নিয়ে যাওয়া

↓

বিষয়টির সমর্থনে কুরআনের আয়াত উপস্থাপন করা

↓

ব্যাখ্যা ও বুঝ পরিষ্কার বা বিশ্বাস আরও দৃঢ় করার জন্যে বিষয়টির সমর্থনকারী হাদীস উপস্থাপন করা

↓

বুঝ আরও পরিষ্কার করার জন্যে বিজ্ঞান ও বাস্তবভিত্তিক উদাহরণ, ঘটনা বা কাহিনী উপস্থাপন করা

↓

তথ্যটির সমর্থনে পূর্ববর্তী মনীষীদের বক্তব্য উপস্থাপন করা যেতে পারে

↓

তথ্যটি অনুসরণ করলে বা না করলে দুনিয়ায় যে কল্যাণ বা অকল্যাণ হবে তা উপস্থাপন করা

↓

তথ্যটি অনুসরণ করলে বা না করলে আখিরাতে যে কল্যাণ বা অকল্যাণ হবে তা উপস্থাপন করা

www.pathagar.com

সকল উপস্থাপকের অন্য যে বিষয়গুলো খেয়াল রাকতে হবে

সকল উপস্থাপকের উপস্থাপন করার সময় রাগান্বিত হওয়া, নিজে অনেক জানি-এভাবে বা অন্য কোনভাবে অহংকার প্রকাশ করা, কারো ভুল ধরে তাকে হেয় করার মানসিকতা নিয়ে কথা বলা, কঠোর বাক্য ব্যবহার করা, কেউ অহেতুক কষ্ট পায় এমনভাবে কথা বলা ইত্যাদি বিষয়গুলো অত্যন্ত সচেতনতার সাথে পরিহার করতে হবে। কারণ এই বিষয়গুলোর জন্যে তার অত্যন্ত সুন্দর উপস্থাপনাও কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হতে পারে। আর তাই ঐ বিষয়গুলো সাধারণভাবে পরিহার করার জন্যে মহান আল্লাহ প্রত্যেক মু'মিনকে কুরআন ও সুন্নাহের মাধ্যমে বারবার জানিয়ে দিয়েছেন।

ইসলামের কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে বক্তব্য রাখা বা ওয়াজ করার সময় বিবেক-বুদ্ধির তথ্য যেভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে

১. সবচেয়ে বড় সওয়াবের কাজ

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী সবচেয়ে বড় সওয়াবের কাজ হলো কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা। কিন্তু বর্তমান মুসলিম জাতি গুরুত্বপূর্ণ এ তথ্যটি হারিয়ে ফেলেছে। বিষয়টির ব্যাপারে বক্তব্য উপস্থাপনের সময় বিবেক-বুদ্ধির তথ্য নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

সওয়াব অর্থ কল্যাণ বা লাভ। আর গুনাহ্ অর্থ অকল্যাণ বা ক্ষতি। কোন বিষয় অনুসরণ করে সফল হতে হলে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় জিনিসটি হচ্ছে ঐ বিষয়ের জ্ঞান। কারণ, না জেনে অনুসরণ করতে গেলে মৌলিক ভুল অবশ্যই হবে। ফলস্বরুপ ব্যর্থতাও হবে অনিবার্য। সফল হতে পারা, মর্যাদা, সম্মান, অর্থ তথা কল্যাণ পাওয়ার পূর্বশর্ত। তাই বিবেক-বুদ্ধির চিরসত্য রায় হচ্ছে যে কোন বিষয়ে কল্যাণ তথা সওয়াব পাওয়ার সবচেয়ে বড় পূর্ব শর্ত হচ্ছে ঐ বিষয়ের জ্ঞান থাকা। অন্য কথায় কোন বিষয় অনুসরণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে যে যত বেশি জ্ঞানী হয় সে ততো বেশি সওয়াবের অধিকারী হয়।

অন্যদিকে বিবেক-বুদ্ধির চিরসত্য রায় হচ্ছে কোন বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করতে হলে সেই গ্রন্থটি প্রথমে পড়তে হবে যেটি ঐ বিষয়ের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। ইসলামের সকল প্রথম স্তরের মৌলিক

www.pathagar.com

বিষয়ের একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ হচ্ছে আল-কুরআন। সুতরাং বিবেক-বুদ্ধির সর্বসম্মত রায় হবে একজন মুসলমান, যে ইসলাম অনুসরণ করে সফল হতে চায়, তাকে সর্বপ্রথম কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তাই বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ইসলামে সবচেয়ে বড় সওয়াবের কাজ হলো কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা।

এ বিষয়টির পক্ষে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পাওয়া যাবে, 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী - মুমিনের ১ নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ' নামক বইটিতে।

২. সবচেয়ে বড় গুনাহের কাজ

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী সবচেয়ে বড় গুনাহের কাজ হলো কুরআনের জ্ঞান না থাকা। কিন্তু বর্তমান মুসলিম জাতি গুরুত্বপূর্ণ এ তথ্যটিও হারিয়ে ফেলেছে। বিষয়টির ব্যাপারে বক্তব্য উপস্থাপনের সময় বিবেক-বুদ্ধির তথ্য নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে অতি সহজেই বুঝা যায়, কোন বিষয় পালন করে সফল হওয়ার পথে সবচেয়ে ক্ষতিকর জিনিস হলো, ঐ বিষয়ের মূল (প্রথম স্তরের মৌলিক) জিনিসগুলো সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান না থাকা। কারণ, যার কোন বিষয়ের প্রথম স্তরের মৌলিক জিনিসগুলো সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান নেই, সে ঐ বিষয় পালন করার সময় প্রথম স্তরের মৌলিক ভুল অবশ্যই করবে। আর এর ফল হবে নিশ্চিত ব্যর্থতা। চাই যত নিষ্ঠার সঙ্গেই ব্যক্তি ঐ বিষয়টি পালন করুক না কেন।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় একজন সার্জনের যদি সার্জারী বিদ্যার মৌলিক জ্ঞানগুলো নির্ভুলভাবে জানা না থাকে তবে অপারেশন করার সময় তার অবশ্যই মৌলিক ভুল হবে। ফলে তার সকল অপারেশন ব্যর্থ হবে বা তার সকল রোগী মারা যাবে। আর সার্জনের যদি সার্জারী বিদ্যার মৌলিক জ্ঞানগুলো নির্ভুলভাবে জানা থাকে তবে অপারেশনে তার মৌলিক ভুল হবে না বা দুর্ঘটনাবশত হলেও তার সংখ্যা খুবই কম হবে। তাই একজন সার্জনের সবচেয়ে বড় অপরাধ হবে নির্ভুল বা সর্বাধিক নির্ভুল উৎস হতে সার্জারী বিদ্যার জ্ঞান অর্জন না করে অপারেশন করা।

www.pathagar.com

ইসলামের সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় আল্লাহ নির্ভুলভাবে উল্লেখ করে রেখেছেন আল-কুরআনে। তাই একজন মুসলিমের জন্যে সবচেয়ে বড় ক্ষতিকর তথা সবচেয়ে বড় গুনাহের বিষয় হলো কুরআনের জ্ঞান অর্জন না করে ইসলাম পালন করা। অর্থাৎ সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো কুরআনের জ্ঞান না থাকা।

এ বিষয়টির পক্ষেও কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পাওয়া যাবে, 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী - 'মুমিনের ১ নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ' নামক বইটিতে।

৩. জানার পর না মানা আর না জানার কারণে না মানার মধ্যে কোনটিতে অধিক গুনাহ

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী জানার পর না মানার চেয়ে না জানার কারণে না মানা দ্বিগুণ গুনাহ। গুরুত্বপূর্ণ এ তথ্যটি বর্তমান মুসলিম জাতির অনেকের দৃষ্টির অগোচরে। বিষয়টির ব্যাপারে বক্তব্য উপস্থাপনের সময় বিবেক-বুদ্ধির তথ্য নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

জানার পর না মানার চেয়ে না জানার কারণে না মানায় অধিক গুনাহ হওয়ার কারণসমূহ হলো-

- ❑ যে ব্যক্তি জানলো কিন্তু পালন করলো না তার একটি গুনাহ। সেটি হলো না মানার গুনাহ। আর যে ব্যক্তি জানলো না তাই পালন করতে পারল না তার দুটো গুনাহ। একটা না জানার জন্যে, আর দ্বিতীয়টা পালন না করার জন্যে।
- ❑ যে ব্যক্তি জানে, একদিন না একদিন তার কাজটি পালন করার সম্ভাবনা থেকে যায়। কিন্তু যে জানেই না তার দ্বারা মৃত্যু পর্যন্ত ঐ কাজটি পালন করার কোনো সম্ভাবনা থাকে না।
- ❑ জানার পর না মানা অধিক গুনাহ কথাটি মানুষকে জ্ঞান অর্জন করতে নিরুৎসাহিত করে। কারণ জানলেতো মানতে হবে। আর না জানার কারণে না মানায় অধিক গুনাহ কথাটি মানুষকে জ্ঞান অর্জন করতে বাধ্য করে।

www.pathagar.com

এ বিষয়টির পক্ষেও কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পাওয়া যাবে, 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী - 'মুমিনের ১ নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ' নামক বইটিতে।

৪. কুরআন বুঝা কঠিন না সহজ?

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী কুরআন বুঝা অত্যন্ত সহজ। কিন্তু বর্তমান মুসলিম জাতির অধিকাংশ জানে কুরআন বুঝা ভীষণ কঠিন। বিষয়টির ব্যাপারে বক্তব্য উপস্থাপনের সময় বিবেক-বুদ্ধির তথ্য নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

কুরআন বুঝা অত্যন্ত সহজ হওয়ার পক্ষে যুক্তি সমূহ হল-

- প্রথম শ্রেণীর একজন ছাত্রের পক্ষে এম. এ. শ্রেণীর কোনো বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা দুঃসাধ্য। তাই কোনো স্কুলের প্রধান শিক্ষক যদি তার স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের জন্যে এম. এ. ক্লাসের কোনো বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা বাধ্যতামূলক করে দেয়, তবে আমরা সবাই ঐ প্রধান শিক্ষককে পাগল বলতে একটুও দ্বিধা করবো না। কুরআনের সাধারণ জ্ঞান অর্জন করা আল্লাহ সকল মুসলমানের জন্যে ফরজ করেছেন। তাই, কুরআন বুঝা খুব কঠিন হলে বলতে হবে, একটা দুঃসাধ্য কাজ সকল মুসলমানের জন্যে ফরজ করে দিয়ে আল্লাহ ঐ প্রধান শিক্ষকের মতো কাজ করেছেন। অর্থাৎ পাগলের মতো কাজ করেছেন (নাউজুবিল্লাহ)। তাই, কুরআন বুঝা অবশ্যই কঠিন নয়। তা অত্যন্ত সহজ।
- কুরআন হচ্ছে মানুষের জীবন পরিচালনার গাইড বুক অর্থাৎ ম্যানুয়াল। বর্তমানে ইঞ্জিনিয়াররা বিভিন্ন জটিল যন্ত্রের সঙ্গে তার পরিচালনা পদ্ধতি জানিয়ে বিভিন্ন ভাষায় লেখা একটা ম্যানুয়াল পাঠায়। ম্যানুয়াল যে ভাষায়ই লেখা হোক না কেন, সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, খুব সহজ করে তা লেখা। কারণ, তা না হলে সাধারণ ভোক্তারা ম্যানুয়ালটা পড়বে কিন্তু বুঝবে না। এরপর যখন ঐ জ্ঞান নিয়ে যন্ত্রটা চালাতে যাবে, তখন যন্ত্রটার বারোটা বেজে যাবে। কুরআন পাঠিয়ে এই ম্যানুয়াল পাঠানোর নিয়মটা আল্লাহই প্রথম চালু

www.pathagar.com

করেছেন। তাই কুরআন তিনি অত্যন্ত কঠিন আরবীতে লিখবেন এটা হতেই পারে না। অর্থাৎ কুরআন আল্লাহ্ অত্যন্ত সহজ আরবীতে লিখেছেন এবং যার আরবী ভাষার সাধারণ জ্ঞান আছে সে খুব ভালো কুরআন বুঝতে পারবে।

এ বক্তব্যের পক্ষে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পাওয়া যাবে, 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী -'কুরআনের তাফসীর করা এবং তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞান অর্জনের নীতিমালা' নামক বইটিতে।

৫. আল-কুরআনের সকল আয়াত থেকে মুসলিম জাতির শিক্ষা আছে কিনা বা সকল আয়াতের তেলাওয়াত ও হুকুম জারি আছে কিনা

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী আল-কুরআনের সকল আয়াত থেকে মুসলিম জাতির শিক্ষা আছে এবং সকল আয়াতের তেলাওয়াত ও হুকুম জারি আছে। কিন্তু বর্তমান মুসলিম জাতির অনেকে বিশেষ করে মাদ্রাসায় পড়া ব্যক্তিগণ জানেন যে, আল-কুরআনের কিছু আয়াতের বক্তব্য মুসলিম জাতির জন্য নয় এবং কিছু আয়াতের তেলাওয়াত জারি আছে কিন্তু হুকুম জারি নাই। বিষয়টির ব্যাপারে বক্তব্য উপস্থাপনের সময় বিবেক-বুদ্ধির তথ্য নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

আল-কুরআনের সকল আয়াত থেকে মুসলিম জাতির শিক্ষা আছে এবং সকল আয়াতের তেলাওয়াত ও হুকুম উভয়টি চালু আছে। তা না হলে যে আয়াত সমূহের শিক্ষা বা হুকুম চালু নেই তা লিখতে এবং তেলাওয়াত করতে যে বিপুল পরিমান কাগজ, কালি ও সময় ব্যবহার হয়েছে, হচ্ছে বা হবে তা অপচয় হয়েছে, হচ্ছে বা হবে। অথচ আল্লাহ্ নিজেই ঘোষণা করেছেন, সম্পদ ও সময়ের অপচয়কারী শয়তানের ভাই (বনি ইসরাইল /১৭ ঃ ২৭)। এ বিষয়টি উদাহরণের মাধ্যমে নিম্নোক্তভাবে বলা যেতে পারে–

ক. ধরুন এক ব্যক্তি একটি বাড়ি ভাড়া দিয়েছে এবং ভাড়াটিয়ার সাথে একটা চুক্তি করেছে। ঐ চুক্তিতে ভাড়া থাকতে হলে কী কী নিয়ম মেনে চলতে হবে, তা উল্লেখ করা হয়েছে। চুক্তিনামার এক জায়গায় লেখা আছে, আগে যারা ভাড়া ছিলেন তাদের একজন বা

www.pathagar.com

কয়েকজনকে জোরে জোরে গানের ক্যাসেট বাজানোর জন্যে উচ্ছেদ করা হয়েছে। এ বক্তব্যটার অর্থ কি এটা হবে যে, জোরে জোরে ক্যাসেট বাজালে বর্তমান ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদ করা হবে না। না তার অর্থ এটা হবে যে, 'জোরে জোরে ক্যাসেট বাজালে আগের ভাড়াটিয়াদের মতো বর্তমান ভাড়াটিয়াকেও উচ্ছেদ করা হবে' এ কথাটা আরো পরিষ্কার বা কঠোরভাবে জানিয়ে দেয়া। আপনারা সবাই নিশ্চয়ই এক বাক্যে বলবেন, বক্তব্যটার অর্থ হবে দ্বিতীয়টা। তাই, কুরআনের কিছু আয়াতে অন্য জাতি সম্পর্কে আলোচনা থাকলেও তা থেকে মুসলমানদের জন্যে অবশ্যই শিক্ষা রয়েছে এবং তা মুসলমানদেরও অনুসরণ করতে হবে।

খ. চর্বি যাতীয় খাবার হজমের জন্যে পিত্তরসের প্রয়োজন হয়। পিত্তরস ২৪ ঘন্টা ধরে লিভারে তৈরি হয়। পেট যখন খালি থাকে তখনকার তৈরি পিত্তরস যদি খাদ্য হজমের নাড়িতে (Small intestine) চলে যায় তবে তা অপচয় হবে। তাই পেট খালি থাকা সময়ে তৈরি হওয়া পিত্তরস জমা করে রাখার জন্যে মাহান আল্লাহ মানুষের পেটের মধ্যে পিত্তথলি তৈরি করে রেখেছন। যে মহান আল্লাহ এক ফোঁটা পিত্তরস অপচয় হতে দেননি তিনি আল-কুরআনের কিছু আয়াতের শিক্ষা মুসলিম জাতির জন্যে প্রযোজ্য নয় বা কিছু আয়াতের তেলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম চালু নাই এমন ব্যবস্থা করে মানুষের অকল্পনীয় পরিমানের সম্পদ ও সময় নষ্ট করবেন এটি হতেই পারে না। তাই নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় যে, আল-কুরআনের সকল আয়াত থেকে মুসলিম জাতির শিক্ষা আছে এবং সকল আয়াতের তেলাওয়াত ও হুকুম উভয়টিই চালু আছে।

এ বিষয়টির পক্ষে কুরআন ও হাদীসের তথ্য পাওয়া যাবে, 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী - 'মুমিনের ১ নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ' এবং 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী কুরআনের আয়াত নাছেখ ও মানছুখ হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে প্রচলিত ও প্রকৃত তথ্য' (শিঘ্রই বের হবে) নামক বই দু'টিতে।

www.pathagar.com

৬. বিবেক-বুদ্ধি ইসলামী জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত একটি উৎস হবে কিনা

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী বিবেক-বুদ্ধি ইসলামের জ্ঞান অর্জনের জন্যে আল্লাহ প্রদত্ত একটি সাময়িক উৎস। কিন্তু বর্তমান মুসলিম জাতির প্রায় সকলে এ তথ্যটি জানে না বা মানে না। বিষয়টির ব্যাপারে বক্তব্য উপস্থাপনের সময় বিবেক-বুদ্ধির তথ্য নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

পৃথিবীতে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের দু'ধরনের উৎসের উপস্থিতি দেখা যায়। যেমন-

- **ডাক্তারী বিদ্যার রোগ নির্ণয় পদ্ধতি** ঃ ডাক্তারী বিদ্যায় রোগ নির্ণয়ে দু'ধরনের পদ্ধতি উপস্থিত আছে, সাময়িক রোগ নির্ণয় পদ্ধতি এবং চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় পদ্ধতি। একজন ডাক্তার রোগের ইতিহাস শুনে এবং রোগীর গায়ে হাত দিয়ে পরীক্ষা করে একটি সাময়িক রোগ নির্ণয় করে এবং সে অনুযায়ী চিকিৎসা আরম্ভ করে দেয়। অতঃপর ডাক্তার কিছু টেস্ট, যেমন- রক্ত পরীক্ষা, এক্সরে, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ইত্যাদি করতে দেয়। ঐ টেস্টের রিপোর্ট পাওয়ার পর, সাময়িক রোগ নির্ণয়ের সাথে তা মিলিয়ে ডাক্তার চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করে। বাস্তবে দেখা যায় একজন ভাল ডাক্তারের সাময়িক রোগ নির্ণয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয়ের সাথে মিলে যায়। আর ডাক্তারগণ যদি চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় না হওয়া পর্যন্ত চিকিৎসা আরম্ভ না করে তবে অনেক রোগী মারা যাবে। আবার চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় পদ্ধতি না থাকলে ভুল রোগ নির্ণয়ের কারণে অনেক রোগী মারা যেত। তাই সাময়িক ও চূড়ান্ত উভয় রোগ নির্ণয় পদ্ধতি ডাক্তারী বিদ্যা তথা মানুষের সু-স্বাস্থ্য তথা সুখ-শান্তির জন্যে অপরিহার্য।
- **দুষ্কৃতিকারী ধরা** ঃ সকল দেশের পুলিশকে সন্দেহের ভিত্তিতে সাময়িকভাবে দুষ্কৃতিকারী ধরার ক্ষমতা দেয়া থাকে। পুলিশের যার প্রতি সন্দেহ হয় তাকে সাময়িকভাবে আটক করে। অতঃপর তাকে কোর্টে উপস্থিত করে। বিচারক তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার করে হয় মানুষটিকে চূড়ান্তভাবে আটকায় তথা জেল দেয় অথবা ছেড়ে

www.pathagar.com

দেয়। এখানেও একজন ভাল পুলিশের সাময়িক সিদ্ধান্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিচারকের চূড়ান্ত রায়ের সাথে মিলে যায়। এভাবে সাময়িক ও চূড়ান্তভাবে দুষ্কৃতিকারী ধরার ব্যবস্থা না থাকলে পৃথিবীর কোন দেশ তথা মানুষের জীবন চলবে না। অর্থাৎ মানুষের জীবন সুখী, সমৃদ্ধ প্রগতিশীল হবে না।

ইসলাম হলো মানুষের দুনিয়ার জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলভাবে পরিচালনা করে পরকালের জীবনের মুক্তির জন্য আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা। তাই ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্যেও আল্লাহ দুধরনের উৎস দিয়েছেন। সাময়িক উৎস এবং চূড়ান্ত উৎস। সাময়িক উৎস হলো মানুষের বিবেক বা বিবেক নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি (বিবেক-বুদ্ধি)। আর চূড়ান্ত উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ। বিবেক-বুদ্ধি প্রথমে ব্যবহার করে কোন বিষয়ে সাময়িক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তারপর কুরআন ও সুন্নাহের মাধ্যমে যাচাই করে ঐ সাময়িক সিদ্ধান্তকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে। আর এখানেও একজন ভাল মুসলমানের বিবেক-বুদ্ধির রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে সঠিক বলে প্রমাণিত হবে।

এ বক্তব্যের পক্ষে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পাওয়া যাবে, 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ইসলামে বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' এবং 'ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা' নামক বইটিতে।

৭. আকিমুস্ সালাত তথা নামাজ প্রতিষ্ঠা করা কথাটির অর্থ

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী নামাজ প্রতিষ্ঠা করা কথাটির অর্থ হলো নামাজের অনুষ্ঠানটি আরকান-আহকাম (নিয়ম-কানুন) মেনে নিষ্ঠার সাথে আদায় করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু বর্তমান মুসলিম জাতির প্রায় সকলে এ তথ্যটি জানে না। বিষয়টির ব্যাপারে বক্তব্য উপস্থাপনের সময় বিবেক-বুদ্ধির তথ্য নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

যে কর্মকাণ্ডের একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে এবং কর্মকাণ্ডটি করতে গেলে সবাইকে একই ধরনের অনুষ্ঠান করতে হয়, তাকে আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড বলে। যেমন- স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদিতে অধ্যয়ন করা। কারণ ঐ সকল স্থানে অধ্যয়ন কালে সকলকে একই সময়ে উপস্থিত হতে হয়, লেকচার ক্লাসে যেতে হয়, প্রাকটিকাল ক্লাসে যেতে হয়, পরীক্ষা দিতে হয় এবং পরীক্ষায় পাশ করতে হয় ইত্যাদি।

আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানগুলো তৈরি করা হয় কিছু না কিছু শিক্ষা দেয়ার জন্যে। আর ঐ শিক্ষাগুলো এমন থাকে যে, তা বাস্তবে প্রয়োগ করার উপর নির্ভর করে আনুষ্ঠানিক কর্মকান্ডটির উদ্দেশ্য সাধন হবে কি হবে না। তাই আনুষ্ঠানিক কর্মকান্ড প্রতিষ্ঠা করা বলতে তার অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা বুঝায় না। অনুষ্ঠানগুলো নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে দিতে চাওয়া নিয়ে সে শিক্ষা বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করা বুঝায়।

নামাজেরও একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য হলো, মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ দুর করা (আনকাবুত-আয়াত নং ৪৫)। আবার নামাজ আদায় করতে যেয়ে সবাইকে একই ধরনের কাজ করতে হয়। যেমন সকল নামাজীকে রুকু, সিজদা, কিয়াম, কিরাত ইত্যাদি করতে হয়। তাই নামাজ একটি আনুষ্ঠানিক ইবাদত বা কাজ। সুতরাং, বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী নামাজের অনুষ্ঠানগুলো তৈরি করা হয়েছে কিছু না কিছু শিক্ষা দেয়ার জন্যে। আর ঐ শিক্ষাগুলো এমন যে, তা বাস্তবে প্রয়োগ করার উপর নির্ভর করবে নামাজের উদ্দেশ্য সাধন হওয়া বা না হওয়া। তাই নামাজ নামের আনুষ্ঠানিক কর্মকান্ডটি প্রতিষ্ঠা করা বলতে নামজের অনুষ্ঠাণ প্রতিষ্ঠা করা বুঝাবে না। বরং তাতে বুঝাবে নামাজের অনুষ্ঠানগুলো নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা বাস্তবে তথা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

www.pathagar.com

এ বক্তব্যের পক্ষে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পাওয়া যাবে, 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী নামাজ কেন আজ ব্যার্থ হচ্ছে' নামক বইটিতে।

৮. কোন্ কোন্ কাজকে ইবাদাত বলে

বর্তমান মুসলমানদের অনেকেই মনে করেন যে, নামজ, যাকাত, রোজা, হজ্জ ইত্যাদি উপাসনা মূলক কাজ গুলোকেই শুধু ইবাদাত বলে। কিন্তু কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী, মানুষের জীবনের যে কোন কাজ আল্লাহ ও রাসূল (সঃ) এর জানিয়ে দেয়া কয়েকটি শর্ত পূরণ করে করলে তা ইবাদাত বলে গন্য হবে। ঐ শর্ত পূরণ করে পায়খানা করা বা ঘুমানোও ইবাদাত। কাজের ধরন অনুযায়ী ঐ শর্ত হবে ৪টি, ৬টি বা ৮টি। বিষয়টির ব্যাপারে বক্তব্য উপস্থাপনের সময় বিবেক-বুদ্ধির তথ্য নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

ইবাদাত শব্দের অর্থ হলো দাসত্ব। বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী একটি কাজ আল্লাহর দাসত্ব হিসেবে কবুল হতে হলে যে শর্তসমূহ অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে তা হলো-

১. কাজটি করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সর্বক্ষণ সামনে রাখতে হবে
২. কাজটির ব্যাপারে আল্লাহর কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য জানা এবং কাজটি করার সময় সে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে কিনা বা হবে কিনা তা সর্বক্ষণ খেয়াল রাখতে হবে
৩. কাজটির ব্যাপারে আল্লাহর জানিয়ে দেয়া পাথেয়কে উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম মনে করে পালন করতে হবে
৪. আল্লাহর জানিয়ে দেয়া নিয়ম-কানুন (আরকান-আহকাম) বা পদ্ধতি অনুসরণ করে কাজটির অনুষ্ঠানটি পালন করতে হবে
৫. কাজটি ব্যাপক হলে-
    ক. আল্লাহর জানিয়ে দেয়া মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ দেয়া যাবে না।

www.pathagar.com

খ. আল্লাহর জানিয়ে দেয়া গুরুত্ব অনুযায়ী কাজটির বিভিন্ন বিষয়গুলো আগে বা পরে করতে হবে।

৬. কাজটি আনুষ্ঠানিক হলে

ক. প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে মহান আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নিতে হবে

খ. বাস্তব জীবনে সে শিক্ষা গুলো প্রয়োগ করতে হবে।

এ তথ্যের পক্ষে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পাওয়া যাবে, কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী 'ইবাদাত কবুলের শর্তসমূহ' নামক বইটিতে।

৯. ইসলামের মূল তথা প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় জানা বা বুঝার সহজতম উপায়

বর্তমান বিশ্বের মুসলমানদের ইসলাম অনুসরণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়–

- অধিকাংশের ইসলামের অনেক মূল বা প্রথম স্তরের মৌলিক কাজ বাদ যাচ্ছে,
- অনেকেই বহু আমৌলিক কাজকে মৌলিক মনে করে নিষ্ঠার সাথে পালন করছেন।

মুসলমানদের আমলের এই বিপর্যয়ের একটা প্রধান কারণ হচ্ছে- তাদের অনেকেই জানেন না, কোনগুলো ইসলামের মূল বা প্রথম স্তরের মৌলিক কাজ। আর কোনগুলো তা নয়। আর এই অজানা থাকারও একটা প্রধান কারণ হচ্ছে, এমন কিছু তথ্য পরিষ্কার না থাকা, যা দ্বারা সহজে নির্ণয় করা যায় কোন্ কাজগুলো ইসলামের মূল বা প্রথম স্তরের মৌলিক কাজ। বিষয়টি আলোচনার সময় বিবেক-বুদ্ধির তথ্য নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

ইসলামকে জানা ও বুঝার মাধ্যমগুলো (গুরুত্ব অনুযায়ী) হলো- কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি। এর মধ্যে কুরআন হচ্ছে স্বাধীন এবং নির্ভুল। হাদীস হচ্ছে কুরআনের অধীন। আর বিবেক-বুদ্ধি হচ্ছে কুরআন ও হাদীসের অধীন। কুরআনের বক্তব্য লিখে এবং মুখস্থ করে নির্ভুলভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে তা নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। আর সূরা আল-

www.pathagar.com

হিজরের ৯ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন, আল-কুরআনের একটি অক্ষরও যাতে কেউ কিয়ামত পর্যন্ত বদলাতে না পারে, সে দায়িত্ব তিনি নিজেই নিয়েছেন। অন্যদিকে কুরআন নাযিল হওয়ার প্রথমদিকে রাসূল (সাঃ) হাদীস লিখতে নিরুৎসাহিত করেছেন এবং তা প্রকৃতভাবে সংকলন শুরু হয়েছে রাসূল (সাঃ) এর ইন্তেকালের ২৫০-৩০০ বছর পর। অর্থাৎ রাসূল (সাঃ) এর ইন্তেকালের কয়েক প্রজন্মের (Generation) পর। আর বিবেক কোন ব্যাপারে মানুষের অন্তরে শুধু ইঙ্গিত দেয়, নিশ্চয়তা দেয় না। তাছাড়া বিবেক শিক্ষা ও পরিবেশ দ্বারা পরিবর্তিতও হয়।

তাই, এ কথা সহজেই বলা যায় যে, যে বিষয়গুলো একটিও না মানলে বা ইচ্ছা করে অনুসরণ না করলে মানুষের পুরো জীবনটা সরাসরি বিফলে যাবে (মূল বা প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়), সে বিষয়গুলোর একটিও কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে নির্ভুলভাবে না জানিয়ে, হাদীস বা বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে জানানোর ব্যবস্থা মহান আল্লাহ করেছেন বলে মনে হয় না। অর্থাৎ আল-কুরআনে ইসলামের সকল মূল বা প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় উল্লিখিত আছে। অন্য কথায় যে বিষয় কুরআনে মোটেই উল্লেখ নেই সেটি ইসলামের মূল বা প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় হতে পারে না। তা হবে ইসলামের দ্বিতীয়স্তরের মৌলিক বিষয় (প্রথমস্তরের মৌলিক বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়) বা অমৌলিক বিষয়। তাই ইসলামের সকল মূল বা প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানা বা বুঝার সহজতম উপায় হলো পুরো কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা। এ তথ্যের পক্ষে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পাওয়া যাবে, 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী - ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস জানা বা বুঝার সহজতম উপায়' নামক বইটিতে।

১০. কোন হাদীস বেশি এবং কোন হাদীস কম গুরুত্বপূর্ণ তা জানা বা বুঝার সহজতম উপায়

বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমানের ইসলামের অনুসরণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়-

www.pathagar.com

- ❑ অনেকের গুরুত্বপূর্ণ অনেক সুন্নাহ বাদ যাচ্ছে,
- ❑ অনেকে কম গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে নিষ্ঠার সাথে আমল করে যাচ্ছেন।

মুসলমানদের আমলের এই বিপর্যয়ের একটা প্রধান কারণ হচ্ছে- অনেকেরই জানা না থাকা যে, কোনগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ, আর কোনগুলো কম গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ। আর এই অজানা থাকারও একটা প্রধান কারণ হচ্ছে, এমন কিছু তথ্য পরিষ্কার না থাকা, যা দ্বারা সহজে নির্ণয় করা যায় কোন হাদীসগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কোনগুলো কম গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি আলোচনার সময় বিবেক-বুদ্ধির তথ্য নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

রাসূল (সাঃ) কে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে কুরআনের বক্তব্যগুলো কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে। তাই রাসূল (সাঃ) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে কুরআনের সকল বক্তব্য অবশ্যই ব্যাখ্যা করেছেন। এজন্যে যে হাদীসগুলো কুরআনের মূল বক্তব্যের অনুরূপ হবে সেটিই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাদীস। আর যে হাদীসগুলো কুরআনের মূল বক্তব্যের বাস্তবায়ন পদ্ধতির ঐ বিষয়গুলোর অনুরূপ যা কুরআনে আছে বা মুতাওয়াতির হাদীসে আছে সেগুলো হলো দ্বিতীয় স্তরের গুরুত্বপূর্ণ হাদীস। আর যে সহীহ হাদীসের বক্তব্য বিষয় ঐ দুই ধরনের বিষয়ের বাইরে সেগুলো গুরুত্বের দিক দিয়ে তৃতীয় স্তরের হাদীস।

এ তথ্যের পক্ষেও কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পাওয়া যাবে, কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী - 'ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস জানা বা বুঝার সহজতম উপায়' নামক বইটিতে।

১১. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কিনা

বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান প্রচলিত সহীহ হাদীসকে নির্ভুল হাদীস বলে জানে। কিন্তু প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝানো হয়নি। বুঝানো হয়েছে বর্ণনাধারা ত্রুটি মুক্ত হাদীস

www.pathagar.com

বা বক্তব্য বিষয় নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনাযুক্ত হাদীস। বিষয়টি আলোচনার সময় বিবেক-বুদ্ধির তথ্য নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে হাদীসকে সহীহ বলা হয়েছে সনদ তথা বর্ণনাধারার ভিত্তিতে। মতন বা বক্তব্য বিষয়ের ভিত্তিতে নয়। যে হাদীসের সনদে পাঁচটি গুণ থাকে তাকে সহীহ হাদীস বলে। ঐ পাঁচটি গুণ হলো- সনদ মুত্তাসিল হওয়া, রাবী (বর্ণনাকারী) আদেল (যোগ্যতা সম্পন্ন) হওয়া, রাবী প্রখর স্মরনশক্তি সম্পন্ন হওয়া, মুয়াল্লাল না হওয়া এবং শায না হওয়া। প্রায় সব সহীহ হাদীসের বর্ণনা হলো ভাব বর্ণনা। শাব্দিক বর্ণনা নয়। আর সহীহ হাদীস প্রকৃতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে রাসূল (সাঃ) এর পরের চার স্তরের, পাঁচ থেকে সাত জন ব্যক্তির মুখ ঘুরে, ২৫০ থেকে ৩০০ বৎসর পর। তাই সহীহ হাদীসে বর্ণনা করা বিষয়ে অনিচ্ছাকৃত ভুল থাকা অসম্ভব নয়। হাদীসশাস্ত্রবিদগণ এটি জানতেন বলেই তারা সহীহ হাদীসকে, রাবীর সংখ্যার ভিত্তিতে মুতাওয়াতির, মশহুর, আজিজ ও গরীব এ চারভাগে ভাগ করেছেন। এ চার ধরনের সহীহ হাদীসের মধ্যে শুধু মুতাওয়াতির সহীহ (যার বর্ণনাধারায় প্রতি স্তরে অসংখ্য রাবী আছে) হাদীসের বক্তব্য নিশ্চিতভাবে নির্ভুল। তবে মুতাওয়াতির সহীহ হাদীসের সংখ্যা ভীষণ কম।

এ তথ্যের পক্ষে কুরআন, হাদীস ও হাদীসশাস্ত্রের বক্তব্য পাওয়া যাবে, ' প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে, সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?' নামক বইটিতে।

১২. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?

বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ অনারব মুসলমান জানেন যে অর্থছাড়া কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে দশ নেকী হয়। আর তাই, সওয়াব অর্জনের জন্যে তারা তাড়াহুড়ো করে না বুঝে কুরআন পড়ে বা খতম দেয়। কিন্তু কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী, ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া সওয়াব নয়, গুনাহ। তবে ওজরের কারণে, যেমন- কুরআন হেফজ করার সময় ও আরবী ভাষা শিখার সময়, অর্থ ছাড়া কুরআন

www.pathagar.com

পড়ায় সওয়াব হবে। বিষয়টি আলোচনার সময় বিবেক-বুদ্ধির তথ্য নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

দৃষ্টিকোন-১

কোনো ব্যবহারিক গ্রন্থ পড়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, তার জ্ঞান অর্জন করা এবং সে জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করে নিজে কল্যাণপ্রাপ্ত হওয়া এবং অপরকে কল্যাণপ্রাপ্ত করা। কেউ যদি কোনো ব্যবহারিক গ্রন্থ এমনভাবে পড়ে, যাতে ঐ গ্রন্থের জ্ঞান অর্জন হয় না (অর্থ ছাড়া বা না বুঝে পড়া) এবং তারপর ঐ কিতাবের বক্তব্যকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে যায়, তবে অবধারিতভাবে সে বড় বড় ভুল করবে। নিজের ওপর ঐ জ্ঞান প্রয়োগ করলে সে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর অন্যদের উপর তা প্রয়োগ করলে অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে তাকে শাস্তি দিবে। তাহলে বিবেক-বুদ্ধির চিরসত্য রায় হচ্ছে, জ্ঞান অর্জন হয় না এমনভাবে ব্যবহারিক গ্রন্থ পড়লে কোনো কল্যাণ তথা সওয়াব হয় না। বরং ক্ষতি তথা গুনাহ হয়। আল-কুরআন যেহেতু একখানা ব্যবহারিক গ্রন্থ, তাই বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী এ গ্রন্থও ইচ্ছাকৃতভাবে, অর্থ ছাড়া বা না বুঝে পড়লে, সওয়াব না হয়ে গুনাহ হওয়ার কথা।

দৃষ্টিকোন-২

কোন কাজ যদি এমনভাবে করা হয় যে, তাতে তার উদ্দেশ্যটি কোনভাবেই সাধিত হবে না, তবে যে সময়টুকু কোন ব্যক্তি ঐ কাজে ব্যয় করবে, সে সময়টা অপচয় হবে। ইসলামে সময় সহ যে কোনো জিনিস অপচয় করা গুনাহ।

আল-কুরআন পড়ার প্রথম স্তরের উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা এবং দ্বিতীয় স্তরের উদ্দেশ্য হচ্ছে সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা। অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লে কুরআন পড়ার প্রথম স্তরের উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না। সুতরাং তাতে কুরআন পড়ার ২য় স্তরের উদ্দেশ্য সাধন হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও অর্থ ছাড়া বা না বুঝে কুরআন পড়লে সময় অপচয় হওয়ার কারণে গুনাহ হওয়ার কথা।

www.pathagar.com

এ তথ্যের পক্ষে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পাওয়া যাবে, 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া গুনাহ্ না সওয়াব?' নামক বইটিতে।

১৩. ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ্ হবে কিনা

বর্তমান বিশ্বের অনেক মুসলমান জানেন যে ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা বা ধরা গুনাহ। একজন মানুষের জাগ্রত জীবনের বেশিরভাগ সময় ওজু থাকে না। তাই কথাটি একজন মুসলমানকে জীবনের বেশিরভাগ সময় কুরআন ধরতে ও পড়তে দেয় না। কিন্তু কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী তথ্যটি সঠিক নয়। বিষয়টি আলোচনার সময় বিবেক-বুদ্ধির তথ্য নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

ক. সম্মানের দৃষ্টিকোণ

'ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা পাপ'- কথাটার পক্ষে সাধারণত যে যুক্তি দেখানো হয় তা হচ্ছে, এটা কুরআনকে সম্মান দেখানো। কোন গ্রন্থ, বিশেষ করে ব্যবহারিক (Applied) গ্রন্থের, সব চেয়ে বড় সম্মান হল, তা পড়ে জ্ঞান অর্জন করা এবং সে জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করা। অন্যদিকে সাধারণ বিবেকের সর্বসম্মত রায় হচ্ছে, কোন গ্রন্থের জ্ঞান অর্জনের পথে বিরাট বাধা সৃষ্টিকারী বিষয় ঐ গ্রন্থকে সম্মান দেখানোর বিষয় নয়। বরং তা হবে ঐ গ্রন্থের চরম অসম্মান করার বিষয়।

'ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা পাপ' - কথাটি কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পথে একটা বিরাট বাধা। কারণ, এটি একজন মানুষকে তার জীবনের অধিকাংশ সময় কুরআন ধরতে ও পড়তে দেয় না। তাই, সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী কথাটার দ্বারা কুরআনকে সম্মান দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়নি বরং চরম অসম্মান করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং ঐ রকম একটা তথ্য ইসলামের বিষয় হওয়ার কথা নয়।

খ. গুরুত্বের দৃষ্টিকোণ

মুসলিম সমাজে যে কথাটি ইসলামের কথা হিসাবে চালু আছে তা হচ্ছে 'ওজু ছাড়া কুরআন পড়লে গুনাহ নেই কিন্তু স্পর্শ করলে গুনাহ'। কোন গ্রন্থ পড়ার কাজটি, তা স্পর্শ করা কাজটি অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ

www.pathagar.com

বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কোন বিশেষ অবস্থায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা যাবে কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা যাবে না এটি একটি সম্পূর্ণ বিবেক-বিরুদ্ধ কথা। তাই বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী সহজেই বলা যায় ওজু ছাড়া কুরআন পড়া যাবে কিন্তু স্পর্শ করা যাবে না-কথাটি সম্পূর্ণ বিবেক বিরুদ্ধ। বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী কথাটি হবে-

- ওজু ছাড়া কুরআন পড়া গেলে তা স্পর্শও করা যাবে,
- ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ না করা গেলে তা পড়াও যাবে না।

যেহেতু ওজু ছাড়া কুরআন পড়া যায় সেহেতু ঐ অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা বা ধরাও যাবে।

গ. অন্য গ্রন্থের সহিত ব্যতিক্রমের দৃষ্টিকোণ

কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ তা পড়ে জ্ঞান অর্জন করবে এবং সে জ্ঞান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করবে। অন্যদিকে কুরআন হচ্ছে, আল্লাহর কিতাব, তাই মানুষের লেখা যে কোন বইয়ের তুলনায় সব দিক থেকে তার একটা বিশেষত্ব থাকবে। যেমন কুরআন নির্ভুল কিন্তু অন্য কোন গ্রন্থ তা নয়, কুরআনের সাহিত্য মানের সঙ্গে অন্য কোন বইয়ের সাহিত্য মানের তুলনা হয় না ইত্যাদি। তাই অপবিত্র অবস্থায় কুরআন ছোঁয়ার ব্যাপারেও অন্য গ্রন্থের থেকে কিছু ব্যতিক্রম থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই ব্যতিক্রম সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি বিরুদ্ধ হবে যদি তা কুরআন নাযিলের প্রধান উদ্দেশ্য সাধনের পথে (কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পথে) বিরাট বাধার সৃষ্টি করে। 'ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা পাপ - কথাটি কুরআন ধরে পড়ার পথে তথা কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পথে একটি বিরাট বাধা।

'গোসল ফরজ অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা নিষেধ' - কথাটি এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় দিকই রক্ষা করতে পারে। কারণ, একদিকে তা যেমন অপবিত্রতার একটি অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করতে না দিয়ে কুরআনের ব্যতিক্রমধর্মী গুণ বজায় রাখে, অন্যদিকে তা বেশিক্ষণ মুসলমানকে কুরআন ধরে পড়া থেকে দূরে রাখে না। কারণ, একজন মুসলিম বেশি সময় গোসল ফরজ অবস্থায় থাকে না। পরবর্তী নামাজের

www.pathagar.com

আগে তাকে অবশ্যই গোসল করে পবিত্র হতে হয়। তাই বিবেক বলে অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা নিষেধ হলে তা গোসল ফরজ অবস্থায় হওয়াই সকল দিক দিয়ে যুক্তিযুক্ত।

বিষয়টির ব্যাপারে বিবেক-বুদ্ধির এ রায়ের পক্ষে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পাওয়া যাবে, 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কি?' নামক বইটিতে।

১৪. আল-কুরআন প্রচলিত সুরে, না আবৃত্তির সুরে পড়তে হবে?

বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল মুসলমান কুরআন পড়ে একই ভঙ্গিতে সুর করে। কিন্তু কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী, কুরআন পড়তে হবে ভাব প্রকাশ করে সুর করে অর্থাৎ আবৃত্তির সুরে। বিষয়টি আলোচনার সময় বিবেক-বুদ্ধির তথ্য নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

দৃষ্টিকোন-১

কোন গ্রন্থে যদি বিভিন্ন ভাব প্রকাশকারী (আদেশ, প্রশ্ন, ধমক, বিনয়, প্রার্থনা ইত্যাদি) বাক্য থাকে, তবে সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির সর্বসম্মত রায় হচ্ছে ঐ গ্রন্থের পঠন পদ্ধতি হবে যথাযথ ভাব প্রকাশ করে পড়া। অর্থাৎ আবৃত্তি করে পড়া। আল-কুরআনে আছে বিভিন্ন ভাব প্রকাশকারী আয়াত। তাই বিবেক-বুদ্ধির সর্বসম্মত রায় হচ্ছে আল-কুরআন পড়তে হবে, আল্লাহ্ যেখানে যে ভাবের উল্লেখ করেছেন সেখানে সে ভাব প্রকাশ করে সুর করে অর্থাৎ আবৃত্তির সুরে।

দৃষ্টিকোন-২

যথাযথ ভাব প্রকাশ করে না পড়লে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন- 'আপনি যাবেন না' কথাটি যদি সাধারণভাবে বলা হয় তবে তার অর্থ দাঁড়াবে ব্যক্তিকে যেতে নিষেধ করা। আর যদি কথাটি প্রশ্নের ভাব প্রকাশ করে বলা হয় তবে তার অর্থ দাঁড়াবে ব্যক্তিকে যেতে আদেশ করা। আল-কুরআনে বিভিন্ন ভাব প্রকাশকারী আয়াত আছে। তাই কুরআন পড়তে হবে প্রচলিত সুরে নয়, আবৃত্তির সুরে।

www.pathagar.com

বিষয়টির ব্যাপারে বিবেক-বুদ্ধির এ রায়ের পক্ষে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পাওয়া যাবে, 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী আল-কুরআনের পঠন পদ্ধতি, প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?' নামক বইটিতে।

১৫. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের কওমী বা দরছে নেযামী মাদ্রাসা গুলোতে বিজ্ঞান পড়ানো হয় না। এখান থেকে বুঝা যায় ঐ মাদ্রাসার পরিচালনাকারিগণ মনে করেন যে, ইসলামে বিজ্ঞানের কোন গুরুত্ব নেই। কিন্তু কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম। বিষয়টি আলোচনার সময় বিবেক-বুদ্ধির তথ্য নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

দৃষ্টিকোণ-১

সভ্যতার বর্তমান স্তরে এসে এটা অতি সহজেই বলা যায় যে, বিজ্ঞান ছাড়া মানুষের জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলভাবে পরিচালনা করা অসম্ভব। ইসলাম হলো মানুষের দুনিয়ার জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলভাবে পরিচালিত করে পরকালে কামিয়াব হওয়ার জন্যে মহান আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা। তাই সহজেই বলা যায়, ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম হওয়ার কথা।

দৃষ্টিকোণ-২

আল-কুরআনের ১/৮ অংশ হলো বিজ্ঞান ভিত্তিক আয়াত। যার বিজ্ঞানের জ্ঞান নেই তার পক্ষে ঐ ১/৮ অংশ প্রকৃতভাবে বুঝা দুরূহ। অন্যদিকে বিজ্ঞানের জ্ঞান ব্যতীত কুরআন তথা ইসলামের বিভিন্ন বিধি-বিধান বুঝাও কঠিন। এ দৃষ্টিকোন থেকেও তাই বলা যায় যে, ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম হওয়ার কথা।

দৃষ্টিকোণ-৩

আল-কুরআনে নাযিল হওয়া দ্বিতীয় আয়াত বা প্রথম বিষয়ভিত্তিক আয়াত হলো ডাক্তারী বিজ্ঞানের তথ্য ধারনকারী আয়াত (যিনি মানুষকে আলাক থেকে সৃষ্টি করেছেন)। কোন কারণ ব্যতীত আল্লাহ এটি করেছেন মনে

www.pathagar.com

করা অবশ্যই সঠিক হবে না। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন, ইসলামে বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।

বিষয়টির ব্যাপারে বিবেক-বুদ্ধির এ রায়ের পক্ষে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পাওয়া যাবে, 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?' নামক বইটিতে।

১৬. ' আল্লাহ্র ইচ্ছায় সবকিছু হয়' তথ্যটির প্রকৃত ব্যাখ্যা

আল-কুরআনের অনেক স্থানে আল্লাহ্ বলেছেন মহাবিশ্বের সকলকিছু তাঁর ইচ্ছায় সংঘটিত হয়। এ বক্তব্য থেকে বর্তমান মুসলিম জাতির প্রায় সকলে জানে যে, পৃথিবীতে যত ঘটনা-দুর্ঘটনা ঘটে তার সবই আল্লাহ্র তাৎক্ষনিক ইচ্ছায় সংঘটিত হয়। কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী এ ধারনাটি সঠিক নয়। বিষয়টি আলোচনার সময় বিবেক-বুদ্ধির তথ্য নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

পৃথিবীতে সব ঘটনা-দুর্ঘটনা যদি আল্লাহ্র তাৎক্ষনিক ইচ্ছায় সংঘটিত হয় তবে কর্মসম্পাদনে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার কোন ভুমিকা থাকে না। আর তাই, কৃত কাজের ভিত্তিতে মানুষকে পরকালে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া যৌক্তিক বা ন্যায় বিচার হয় না। সুতরাং সহজেই বলা যায় যে, পৃথিবীর সব ঘটনা-দুর্ঘটনা আল্লাহ্র তাৎক্ষনিক ইচ্ছায় সংঘটিত হয় কথাটি সঠিক হতে পারে না। 'আল্লাহ্র ইচ্ছায় সবকিছু হয়' তথ্যটির প্রকৃত ব্যাখ্যা হবে নিম্নরূপ-

ইচ্ছা দু'ধরনের - তাৎক্ষনিক ইচ্ছা এবং অতাৎক্ষনিক ইচ্ছা। তাৎক্ষনিক ইচ্ছা প্রয়োগ করা হয় ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময়। আর অতাৎক্ষনিক ইচ্ছা প্রয়োগ করা হয় ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তৈরি করে রাখা নিয়ম-কানুন, বিধি-বিধান বা প্রোগ্রামের মাধ্যমে। উদাহরণ স্বরূপ একটি রেডিওকে ধরা যাক। রেডিওর আছে একটি খোলা ও একটি বন্ধ করা বোতাম (on and off button)। এক ব্যক্তি চায় রেডিও খুলতে এবং এ জন্যে সে বন্ধ করার বোতামে চাপ দিচ্ছে। এতে রেডিওটি খুলছে না। কার ইচ্ছায় এমনটি হচ্ছে? নিশ্চয়ই ব্যক্তিটির

www.pathagar.com

ইচ্ছায় নয়। কারণ সেতো রেডিওটি খুলতে চায়। রেডিওটি খুলছে না সেটির প্রস্তুতকারী প্রকৌশলীর ইচ্ছায়। কিন্তু প্রকৌশলীর ঐ ইচ্ছাটি তাৎক্ষণিক করা ইচ্ছা নয়। এটি হচ্ছে তাঁর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা। অর্থাৎ তার পূর্বে তৈরি করে রাখা নিয়ম-কানুন, বিধি-বিধান বা প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রয়োগ করা ইচ্ছা। তাই কোন ব্যক্তির–

- ❑ সঠিক বোতামে চাপের মাধ্যমে রেডিও খোলার অর্থ হচ্ছে- প্রকৌশলীর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা এবং ব্যক্তির তাৎক্ষণিক ইচ্ছা মিলে রেডিওটি চালু হওয়া।
- ❑ ভুল বোতামে চাপ দেয়ার পর রেডিও না খোলার অর্থ হচ্ছে - প্রকৌশলীর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছার কারণে ব্যক্তির তাৎক্ষণিক ইচ্ছা বাস্তবায়িত না হওয়া।

আল্লাহ্ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করে সেখানকার সকল ঘটনা-দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার নিয়ম-কানুন, বিধি-বিধান বা প্রোগ্রাম তথা প্রাকৃতিক আইন (Natural Law) তৈরি করে রাখার মাধ্যমে, সৃষ্টির শুরুতে তাঁর ইচ্ছা প্রয়োগ করে রেখেছেন। তাই মানুষ

- ❑ কোন কাজ করতে ইচ্ছা ও চেষ্টা করার পর তাতে সফল হওয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারণ করে রাখা সফল হওয়ার নিয়ম-কানুন বা প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী চেষ্টা করার দরুন সফল হওয়া। অর্থাৎ মানুষের তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার সাথে আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা মিলিত হয়ে কাজটি সফল হওয়া।
- ❑ কোন কাজ করতে ইচ্ছা ও চেষ্টা করার পর ব্যর্থ হওয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারণ করে রাখা ব্যর্থ হওয়ার প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী কাজটি করার দরুন ব্যর্থ হওয়া। অর্থাৎ মানুষের তাৎক্ষণিক ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টা আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছার কারণে ব্যর্থ হওয়া।

মানুষের আল্লাহর তৈরি করে রাখা ঐ প্রাকৃতিক আইনকে পরিবর্তন করার কোনো ক্ষমতা নেই। মানুষকে ঐ প্রাকৃতিক আইন অনুসরন করেই সকল

www.pathagar.com

কাজ করতে হবে। তবে আল্লাহর ঐ প্রাকৃতিক আইনকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা আছে।

বিষয়টির ব্যাপারে বিবেক-বুদ্ধির এ রায়ের পক্ষে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পাওয়া যাবে, 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা' নামক বইটিতে।

১৭. 'তাকদীর পূর্ব নির্ধারিত' তথ্যটির প্রকৃত ব্যাখ্যা

'তাকদীর' মহান আল্লাহ নির্ধারিত করে রেখেছেন, এ কথা কুরআন ও সুন্নাহে বহুবার বলা হয়েছে। আর এ তথ্য থেকে বর্তমান মুসলিম জাতি বুঝে নিয়েছে যে, পৃথিবীতে করা মানুষের সকল কাজের ভাগ্য (নিয়তি, ফলাফল) এবং মানুষের পরকালের ভাগ্য তথা বেহেশত বা দোযখ প্রাপ্তি আল্লাহ কতৃক পূর্বনির্ধারিত। আর ঐ ভাগ্য অপরিবর্তনীয়। 'তাকদীর' সম্পর্কিত এ ধারনা কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি বিরুদ্ধ। বিষয়টি আলোচনার সময় বিবেক-বুদ্ধির তথ্য নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

মানুষের কৃত সকল কাজের ভাগ্য যদি পূর্বনির্ধারিত হয় তবে কর্মসম্পাদনে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার কোন ভুমিকা থাকে না। আর মানুষের পরকালীন ভাগ্য তথা বেহেশত বা দোযখ প্রাপ্তি যদি পূর্বনির্ধারিত হয় তাহলে পরকালের বিচার একটি সাজানো নাটক হয়। তাই সহজেই বলা যায় যে, 'তাকদীর পূর্বনির্ধারিত' তথ্যটির প্রচলিত অর্থ ও ব্যাখ্য সঠিক হতে পারে না। তথ্যটির প্রকৃত ব্যাখ্যা হবে নিম্নরূপ-

তাকদীর শব্দের অনেক অর্থ হয়। এর মধ্যে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ হলো- ভাগ্য এবং কোনকিছুর পরিচালনার পদ্ধতি, নিয়ম-কানুন বা প্রোগ্রাম। কুরআন ও হাদীসে যে সকল স্থানে তাকদীর পূর্বনির্ধারিত কথাটি এসেছে তার প্রায় সবখানে, আল্লাহ তায়ালা এবং রাসূল (সাঃ), তাকদীরের ২য় অর্থটি তথা পরিচালনার পদ্ধতি, নিয়ম-কানুন বা প্রোগ্রাম বুঝিয়েছেন। এ অর্থটি ধরলে 'সকল কিছুর তাকদীর মহান আল্লাহ কতৃক পূর্বনির্ধারিত' তথ্যটির অর্থ হবে, মহাবিশ্বের সকল ঘটনা-দুর্ঘটনা সংঘটিত

www.pathagar.com

হওয়ার নিয়ম-কানুন, বিধি-বিধান বা প্রোগ্রাম আল্লাহ পূর্বেই নির্ধারিত করে রেখেছেন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তা পরিবর্তন করতে পারেন। তবে মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাকদীরে এ অর্থ ধরলেই শুধু কর্মসম্পাদনে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার ভুমিকা থাকে এবং পরকালের বিচার যৌক্তিক ও ন্যায় বিচার হয়।
বিষয়টির ব্যাপারে বিবেক-বুদ্ধির এ রায়ের পক্ষে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পাওয়া যাবে, 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী তাকদীর পূর্ব নির্ধারিত কথাটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা' নামক বইটিতে।

১৮. 'যিকির করা' কথাটির প্রকৃত অর্থ

বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান 'যিকির করা' বলতে বুঝে- সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ইত্যাদি শব্দ বা বাক্যগুলো না বুঝে বা বুঝে, মুখে বা মনে মনে বার বার উচ্চারণ করা। কিন্তু কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী যিকির সম্বন্ধে এ ধারনা সঠিক নয়। বিষয়টি আলোচনার সময় বিবেক-বুদ্ধির তথ্য নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

'যিকির করা' অর্থ স্মরণ করা। বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী কাউকে স্মরণ করা বলতে তাঁর চেহারা-ছবি, রং, ওজন-আকৃতি, দৈর্ঘ- প্রস্থ ইত্যাদি স্মরণ করা বুঝায় না। এ বাক্যের দ্বারা বুঝায় কারো জানানো বা তৈরী আদেশ-নিষেধ, উপদেশ, পরামর্শ, বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন ইত্যাদি স্মরণ করা। আর কোনো ব্যক্তি বা সত্তা প্রদত্ত ঐ বিষয়গুলো জানা ও স্মরণ রাখা যায়, বিষয়গুলো ধারণকারী কোন বই, বাক্য বা শব্দ বার বার, বুঝে বুঝে, মুখে বা মনে মনে পড়া বা উচ্চারণ করা বা ঐ বিষয়গুলো ধারণকারী কোন বাস্তব কাজ বার বার করার মাধ্যমে। আর এই স্মরণ করা থেকে প্রকৃত কল্যাণ তখনই পাওয়া যাবে যখন স্মরণ রাখা বিষয়গুলো বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ স্মরণ রাখা বিষয়গুলো অনুযায়ী বাস্তব কর্মকান্ড পরিচালনা করা হয়।

তাই বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী আল্লাহকে স্মরণ করা বলতে আল্লাহর চেহারা-ছবি, রং, ওজন-আকৃতি, দৈর্ঘ-প্রস্থ ইত্যাদি স্মরণ করা বুঝায়

www.pathagar.com

না। এ বাক্যের দ্বারা বুঝায় আল্লাহর জানানো আদেশ-নিষেধ, উপদেশ, পরামর্শ, বিধি-বিধান, প্রাকৃতিক আইন ইত্যাদি স্মরণ করা। আর আল্লাহ প্রদত্ত ঐ বিষয়গুলো জানা ও স্মরণ রাখা যায়, বিষয়গুলো ধারণকারী গ্রন্থ (কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, বিজ্ঞানের বই ইত্যাদি), বাক্য বা শব্দ (সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ইত্যাদি) বার বার, বুঝে বুঝে, মুখে বা মনে মনে পড়া বা উচ্চারণ করা বা ঐ বিষয়গুলো ধারণকারী কোন বাস্তব কাজ (সালাত, যাকাত, রোজা, হজ্জ ইত্যাদি) বার বার করার মাধ্যমে। আর এই স্মরণ করা থেকে প্রকৃত কল্যাণ তখনই পাওয়া যাবে যখন স্মরণ রাখা বিষয়গুলো বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ স্মরণ রাখা বিষয়গুলো অনুযায়ী বাস্তব কর্মকান্ড পরিচালনা করা হয়।

বিষয়টির ব্যাপারে বিবেক-বুদ্ধির এ রায়ের পক্ষে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পাওয়া যাবে, 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী–যিকির, প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র' নামক বইটিতে।

১৯. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী সওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। কিন্তু বর্তমান মুসলিম জাতির প্রায় সকলে জানে সওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে ভরের ভিত্তিতে। বিষয়টি আলোচনার সময় বিবেক-বুদ্ধির তথ্য নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ভরের ভিত্তিতে মাপা হয় কঠিন (Solid) জিনিস। আর কাজ মাপা হয় গুরুত্বের ভিত্তিতে। গুরুত্বের ভিত্তিতে মাপের পদ্ধতির একক হয় মৌলিকত্ব। এ মাপের নিয়ম হলো, কোনো কর্মকান্ডের মৌলিক একটি করণীয় কাজ না করলে বা মৌলিক একটি নিষিদ্ধ কাজ করলে, ঐ কর্মকান্ডের কৃত সকল সঠিক কাজের মাপের পরিমাণ ফল শূন্য (Zero) হয়। অর্থাৎ কর্মকান্ডটি আংশিক ব্যর্থ না হয়ে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। আর মৌলিক কাজগুলো করার পর কিছু বা সকল অমৌলিক করণীয় কাজ না করলে বা নিষিদ্ধ কাজ করলেও কর্মকান্ডটির কৃত অন্য সঠিক কাজগুলোর মাপের ফল কখনও শূন্য হয় না। শুধু তার

www.pathagar.com

পরিপূর্ণতায় কিছু ঘাটতি থাকে। অর্থাৎ কর্মকাণ্ডটি ব্যর্থ হয় না তবে তার পরিপূর্ণতায় কিছুটা ঘাটতি থাকে।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। অপারেশন (Operation) করা ডাক্তারি বিদ্যার একটি কাজ। প্রত্যেক অপারেশনে কিছু মৌলিক আর কিছু অমৌলিক বিষয় থাকে। তাই একটি অপারেশনে যদি ১০ (দশ)টি মৌলিক ও ২০ (বিশ)টি অমৌলিক বিষয় থাকে, তবে ঐ অপারেশন নামক কাজটি মাপার চিরসত্য পদ্ধতি হচ্ছে-

ক. সকল মৌলিক ও অমৌলিক বিষয় সঠিকভাবে করলে অপারেশনটি একশত ভাগ (১০০%) সফল হয় এবং তার সম্পূর্ণ সুফল পাওয়া যায়,

খ. একটি মৌলিক বিষয় বাদ রেখে বাকি নয়টি মৌলিক ও সকল অমৌলিক বিষয় করলেও অপারেশনটি আংশিক ব্যর্থ না হয়ে সম্পূর্ণ (১০০%) ব্যর্থ হয় এবং ঐ অপারেশনের জন্যে কোনই সুফল পাওয়া যায় না,

গ. সকল মৌলিক বিষয় করার পর একটি, কয়েকটি বা সকল অমৌলিক বিষয় পালন না করলেও অপারেশনটি সফল হয়, তবে তাতে সামান্য ঘাটতি থেকে যায়।

সওয়াব ও গুনাহ কোন কঠিন জিনিস নয়। তা কাজ বা আমলের দু'টি রূপ। তাই বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী পরকালে সওয়াব ও গুনাহ মাপা হওয়ার কথা গুরুত্বের ভিত্তিতে। ভরের ভিত্তিতে নয়। আর সে মাপের নিয়ম হবে, কারো আমলনামায় একটি মৌলিক গুনাহ তথা একটি কবীরা গুনাহ উপস্থিত থাকলে তার আমলনামায় উপস্থিত থাকা সকল সওয়াবের মাপের পরিমাণ ফল শূন্য (Zero) হবে। অর্থাৎ ব্যক্তির জীবন আংশিক নয় পুরোপুরি ব্যর্থ ধরা হবে। আর আমলনামায় কিছু বা বহু অমৌলিক তথা ছগীরা গুনাহ উপস্হিত থাকলে তার আমলনামায় উপস্থিত থাকা সওয়াবের মাপের পরিমাণ ফল শূন্য (Zero) হবে না তবে তাতে কিছু ঘাটতি হবে। অর্থাৎ ব্যক্তির জীবন পুরোপুরি ব্যর্থ হবে না, তবে তাতে কিছু অসম্পূর্ণতা থাকবে।

www.pathagar.com

বিবেক-বুদ্ধির এ রায়ের পক্ষে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পাওয়া যাবে, 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী সওয়াব ও গুনাহ্ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র' নামক বইটিতে।

২০. কবীরা গুনাহ্সহ মৃত্যুবরণকারী মুমিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কিনা

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে চালু থাকা একটি কথা হচ্ছে- কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মুমিন (ঈমানদার) ব্যক্তিরা পরকালে দোযখে গেলেও সেখানে তাদের স্থায়ীভাবে থাকতে হবে না। কিছুকাল দোযখের শাস্তি ভোগ করার পর তারা অনন্তকালের জন্যে বেহেশত পেয়ে যাবে। কিন্তু কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী এ ধারনা সঠিক নয়। বিষয়টি আলোচনার সময় বিবেক-বুদ্ধির তথ্য নিম্নোক্তভাবে উপস্থান করা যেতে পারে।

দৃষ্টিকোণ-১

ইসলামী আইনে দুনিয়ার বিচারে মু'মিনের স্থায়ী শাস্তি আছে। যেমন- মু'মিন কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে তাকে হত্য করা, মু'মিন জিনা করলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা। তাই পরকালে আমল নামায় কবীরা গুনাহ (বড় অপরাধ) থাকা মু'মিনের স্থায়ী শাস্তি তথা চিরকাল দোযখে থাকার শাস্তি হওয়া যৌক্তিক।

দৃষ্টিকোণ-২

অনন্তকালের তূলনায় কিছুকাল কোন সময়ই না। সে কিছুকাল এক কোটি বছর হলেও। তাই, 'কবীরা গুনাহ সহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখে গেলেও কিছুকাল শাস্তি ভোগ করার পর অনন্তকালের জন্যে বেহেশত পেয়ে যাবে' প্রচলিত এ কথাটির প্রভাবে বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান ঝুঁকিপূর্ণ, কষ্টসাধ্য বা ত্যাগ স্বীকার করা লাগে এমন অনেক বড় (কবীরা) ন্যায় কাজ ছেড়ে দিচ্ছে অথবা লোভনীয়, সাময়িক আরামদায়ক বা চাকচিক্যময় অনেক বড় অন্যায় বা নিষিদ্ধ কাজ করছে। অর্থাৎ মুসলিম সমাজ অসৎ ও দুর্নীতিবাজ লোকে ভরে যাচ্ছে। ইসলাম

www.pathagar.com

অসৎ মানুষ নয়, সৎ মানুষ বানাতে চায়। তাই ঐ ধরনের কথা ইসলামের কথা হতে পারে না।

বিবেক-বুদ্ধির এ রায়ের পক্ষে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পাওয়া যাবে, 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী-কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মুমিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?' নামক বইটিতে।

২১. শাফায়াতের মাধ্যমে পরকালে পরকালে কবীরা গুনাহ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কিনা

শাফায়াত বিশ্বাস না করলে ঈমান থাকবে না। কারণ কুরআন ও সুন্নাহে শাফায়াতের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। বর্তমান মুসলিম সমাজে শাফায়াত সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে চালু থাকা দু'টি কথা হল-

১. শাফায়াতের মাধ্যমে মু'মিনের কবীরা গুনাহও মাফ হয়ে যাবে।
২. দোযখের শাস্তি ভোগ করছে এমন মুমিন ব্যক্তিদেরও শাফায়াতের মাধ্যমে দোযখ থেকে বের করে এনে বেহেশতে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

শাফায়াত সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে চালু থাকা এ দু'টি কথা কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী সঠিক নয়। বিষয়টি আলোচনার সময় বিবেক-বুদ্ধির তথ্য নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

দৃষ্টিকোণ-১

শাফায়াত সম্বন্ধে চালু থাকা ধারণার বাস্তব যে কুফল মুসলিম সমাজে বর্তমানে দেখা যায় তা হল-

১. শাফায়াতের মাধ্যমে মাফ পেয়ে যাবে মনে করে মুসলিমরা এমন কাজ করছে বা এমন কাজ ছেড়ে দিচ্ছে যা না করলে বা করলে কবীরা গুনাহ হবে বা দোযখে যেতে হবে বলে কুরআন বা সূন্নাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে।
২. শাফায়াত করতে পারবে ধারণা করে লোকেরা জীবিত অনেক মানুষকে, ইসলাম নিষেধ করেছে এমন উপায়ে খুশী করার চেষ্টা করছে।
৩. কবরে শুয়ে থাকা ব্যক্তির শাফায়াত পাওয়ার আশায় কবর পূজা করছে।

www.pathagar.com

৪. কিছুলোক শাফায়াতের লোভ দেখিয়ে নানাভাবে মানুষকে প্রতারিত করছে।

তাহলে বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, শাফায়াতের মাধ্যমে পরকালে কবীরা গুনাহ এবং দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কথা দু'টি বড় বড় অপরাধির সংখ্যা বাড়াচ্ছে। ইসলাম সমাজে অসৎ মানুষের সংখ্যা বাড়াতে নয়, কমাতে চায়। তাই শাফায়াতের মাধ্যমে পরকালে কবীরা গুনাহ এমন কি দোযখ থেকেও মুক্তি পাওয়া যাবে, এ ধরনের কথা ইসলামের কথা হওয়ার কথা নয়।

দৃষ্টিকোণ-২

বিবেক-বুদ্ধি বলে পরকালে শাফায়াত তথা সুপারিশের মাধ্যমে গুনাহ মাফ পেতে হলে, তা হতে হবে আল্লাহ বিচার-ফয়সালা করে শাস্তি ঘোষণা করা তথা দোযখে পাঠিয়ে দেয়ার আগে। কারণ-

ক. আল্লাহর শাস্তি ঘোষণা করা বা দোযখে পাঠিয়ে দেয়ার পর শাফায়াতের মাধ্যমে তা পরিবর্তন করার অর্থ হচ্ছে-

১. আল্লাহর বিচারে ভুল থাকা,

২. অন্য কারো দ্বারা আল্লাহর সিদ্ধান্তকে পাল্টাতে বাধ্য করা। এরকম অবস্থার কথা চিন্তা করাও কুফরীর গুনাহ।

খ. একজন বিচারক বিচার করে ফায়সালা দিয়ে দিলে উচ্চতর আদালতে আবেদন ও পুনর্বিবেচনার মাধ্যমেই শুধু সে রায় পরিবর্তন হতে পারে। একই আদালতে একই বিচারকের মাধ্যমে তা আর হয় না। পরকালের আদালতে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী একজনমাত্র বিচারক থাকবেন। তিনি হবেন মহান আল্লাহ। তাই শাফায়াত হতে হবে আল্লাহর বিচার-ফয়সালা করে রায় ঘোষণার আগে।

তাই শাফায়াতের মাধ্যমে পরকালে কবীরা গুনাহ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে, বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী এ ধরনের কথা ইসলামের কথা হওয়ার কথা নয়।

শাফায়াত সম্বন্ধে বিবেক-বুদ্ধির এ রায়ের পক্ষে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পাওয়া যাবে, 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী-

www.pathagar.com

শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ্ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?' নামক বইটিতে।

২২. অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে মানুষের অজানা মুমিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা

অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে, মানব সভ্যতার জন্যে মহাকল্যাণকর এ তথ্যটি মুসলিম ও অমুসলিম সমাজে তেমন চালু নেই। কিন্তু তথ্যটি কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী স্পষ্ট। বিষয়টি আলোচনার সময় বিবেক-বুদ্ধির তথ্য নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

মুসলিম সমাজে গোপন কাফির ব্যক্তি (মুনাফিক) থাকতে পারলে অমুসলিম সমাজে গোপন মু'মিন ব্যক্তি থাকা অবশ্যই সম্ভব।

মুসলিম সমাজে থাকা মুনাফিক ব্যক্তি হল তারা, যারা-

- ❑ অন্তরে ঈমান আনে নাই,
- ❑ অনিচ্ছাসহকারে প্রকাশ্যে ইসলামের কিছু আমল করে,
- ❑ গোপনে ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ব্যতীত ইসলামের অনেক আমল অমান্য করে।

তাহলে বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী অমুসলিম সমাজে থাকা মু'মিন ব্যক্তি হবে তারা, যারা-

- ❑ অন্তরে ঈমান এনেছে,
- ❑ ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ ইসলামের কিছু আমল প্রকাশ্যে করতে পারে না,
- ❑ গোপনে ইসলামের অনেক আমল পালন করে।

এ বিষয়ে বিবেক-বুদ্ধির রায়ের পক্ষে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য পাওয়া যাবে, 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কি?' নামক বইটিতে।

www.pathagar.com

শেষ কথা

তথ্য বা বক্তব্য উপস্থাপনের উল্লিখিত ক্রমধারাটি যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-সম্মত এবং তা বুঝা ও মনে রাখা সহজ, আশা করি আপনারা সবাই তা স্বীকার করবেন। কিন্তু এটি বর্তমান মুসলমান সমাজে কতটুকু চালু আছে, তা বিচার করার দায়িত্ব শ্রদ্ধেয় পাঠকদের উপরই রইল।

এই ক্রমধারাটি যদি চালু করা যায়, তবে ইসলাম ও মুসলমানদের যে কল্যাণগুলো হবে তা হচ্ছে-

১. ভুল তথ্য উপস্থাপন বন্ধ হবে
২. ভুল তথ্য গ্রহণ করানো এবং তার উপর আমল করানো অসম্ভব বা কঠিন হবে
৩. মৌলিক বিষয় বাদ দিয়ে অমৌলিক বিষয় উপস্থাপন করা অসম্ভব বা কঠিন হবে
৪. মৌলিক বিষয় অমৌলিক বিষয়ের চেয়ে আগে জানা ও আমল করা হবে
৫. প্রত্যেক তথ্য গ্রহণকারী মনের প্রশান্তি ও দৃঢ়তা নিয়ে নতুন করে জানতে পারা বা পূর্বে জানা ও আমল করতে থাকা বা আমল বন্ধ রাখা তথ্যের উপর আবার নতুন করে আমল শুরু করতে ও চালিয়ে যেতে বা বন্ধ করতে পারবে।

আর এর ফলস্বরূপ মুসলমান জাতির দুনিয়া ও আখিরাতে অপরিসীম কল্যাণ হবে তা বুঝাও কঠিন নয়। তাই সকল মুসলমানের বিষয়টি জানা, বুঝা ও সে অনুযায়ী আমল করা যেমন দরকার তেমনি দরকার বিষয়টিকে অপরকে জানানো, বুঝানো এবং এর উপর আমল করতে উদ্বুদ্ধ করা।

পুস্তিকার কোন ভুল-ত্রুটি কারো নিকট ধরা পড়লে তা দয়া করে আমাকে জানাবেন। সঠিক হলে পরবর্তী সংস্করণে তা উপস্থাপন করা হবে ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে সবার নিকট দোয়া চেয়ে এবং সকল মুসলমানের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনা করে শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ

www.pathagar.com

লেখকের বইসমূহ

❑ **পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী –**

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
২. নবী রাসূল (সা.) প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁদের সঠিক অনুসরণের মাপকাঠি
৩. নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের ১ নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ
৫. ইবাদাত কবুলের শর্তসমূহ
৬. বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস নির্ণয়ের সহজতম উপায়
৯. ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কি?
১০. আল-কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি ?
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. মু'মিন এবং কাফিরের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ
১৫. 'ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. 'তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত' – কথাটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. হাদীসশাস্ত্র অনুযায়ী, সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?

www.pathagar.com

২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে শিরক বা কুফরী নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ
২৩. অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা?
২৪. 'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির - (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)
২৬. কুরআনের তাফসীর করা বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি
২৭. 'মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ' কথাটি কি সঠিক?
২৯. ইসলামী বক্তব্য, লেকচার বা ওয়াজ উপস্থাপনের ফর্মূলা

– – –

www.pathagar.com